KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2005	Place of Publication : ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
Collection : KLMLGK	Publisher : সম্পাদক - [illegible] - সম্পাদক
Title : [illegible]	Size : 5"X7.5" 12.70X19.05 c.m.
Vol. & Number : ১/১০ ১/১১ ১/১২	Year of Publication : অক্টোবর ১৯৭৫ নভেম্বর ১৯৭৫ ডিসেম্বর ১৯৭৫
	Condition : Brittle - Good
Editor : সম্পাদক [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রয়াস, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

ELM PRESS: CALCUTTA.

প্রয়াস।

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

প্রথম বর্ষ। ডিসেম্বর, ১৮৯৯ সাল। দ্বাদশ সংখ্যা।

দু'খানি ছবি।

প্রেমময়ি, এত প্রেম শিখিলে কোথায়?
থাকিয়ে কি সুরপুরে, এনেছ কি বুকভ'রে
পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম স্বার্থ বিরহিত,
জুড়াতে তাপিত ধরা পূর্ণহৃদি প্রেমে ভরা
ঢালিছে অমিয় ধারা তাই অবিরত?
তাই কি গো দেবি তুমি এসেছ হেথায়,
প্লাবিতে এ মরু হৃদি প্রেমের ধারায়?
এত প্রেম প্রেমময়ি শিখিলে কোথায়?

(২)

আত্মত্যাগ শিখাইতে মানবে ধরায়
পরকে আপন ক'রে, আপনারে পর ক'রে
সুখে সহ অকাতরে ক্লেশ নিরন্তর।
প্রখর রবির কর, শিরে ধরে গিরিবর,
হৃদয়ে তটিনী স্নিগ্ধ বহে ঝর ঝর
প্রেমময়ী মন্দাকিনী তোমারো হৃদয়
নিভায়ে মানসতাপ কি মধুর বয়
এত প্রেম প্রেমময়ি শিখিলে কোথায়?

(৩)

প্রেমেতে সৃজন বিশ্ব ধাতা প্রেমময়
প্রেমেতে প্রকৃতি ভাসে, যতনে পুরুষে তোষে,
পুরুষ প্রকৃতি প্রেমে নিমগন রয়;
রবি শশী গ্রহ তারা, সসাগরা বসুন্ধরা,
হয় সবে মাতোয়ারা প্রেম মহিমায়!
তায় বিশ্ব সে অনন্ত, প্রেমের প্রভায়।
অসীম অনন্ত আরো তব ও হৃদয়
এত প্রেম প্রেমময়ি শিখিলে কোথায়?

(৪)

শান্তিময়ি, এত শান্তি কোথা হতে দাও?
মনব্যথা ঘুচাইতে, আঁখিজল মুছাইতে

তাপিত পরাণে সদা ঢাল সুধাধারা
শান্তও নয়ন জ্যোতিঃ, স্নিগ্ধসুকোমল অতি
মরমে পশিয়ে নাশে পাপ অন্ধকার।
সস্নেহ নয়নে যাবে মুখ পানে চাও
মধুর বচনে যবে বেদনা সুধাও
বল দেখি অত শান্তি কোথা হতে পাও?

(৫)

মূর্ত্তিমতী শান্তি তুমি এমরু সংসারে,
জীবনের কোলাহল, নানা চিন্তা হলাহল,
আকুলিত করে যবে ব্যাকুল হৃদয়,
শ্রান্ত অবসন্ন দেহে, ফেরে নর যবে গেহে,
তোমার ও মুখ হেরি কত শান্তি পায়;
নয়ন বেদনা মুছে তব সমাদরে
সব দুখ, সব জ্বালা তখনি পাশরে,
কে বলে স্বরগ নাই এমরু সংসারে?

(৬)

রজত কিরণ ধৌত শান্ত সে প্রকৃতি
ছড়াইয়ে রূপ রাশি, ঢালিয়ে কৌমুদীহাসি
হৃদয়ের তমোরাশি পারে কি ঘুচাতে?
কি শান্তি মধুর কান্তি, এজগতে দিতে শান্তি
শান্তিময় পরমেশ প্রেরিলা ধরাতে,
তাঁহারি সে প্রতিকৃতি তব ও মুরতি,
প্রেম শান্তি একাধারে বহি দিবারাতি,
সংসারে মানব হৃদে ভক্তি স্নেহ প্রীতি।

কবি কিট্‌স্।

কাব্যজগতে কিট্‌স্ যেন একজন অতিথি। ভাল করিয়া 'কিট্‌স্'কে কেহ চিনিতে পারিল না। কীটদষ্ট অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমকলিকা যেমন আপন মাধুর্য্য প্রকাশিত হইতে না হইতে, হৃদয়ের "সুরভিসম্ভার" ছড়াইতে না ছড়াইতে ম্লানমুখে শতধা হইয়া ঝরিয়া পড়ে, 'কিট্‌স্'ও তেমনি আপনার অসামান্য প্রতিভার সম্যক বিকাশ হইতে না হইতেই ইহলোক হইতে অকালে অপসৃত হইয়াছেন।

সুগায়কের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত অর্দ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে যেমন, একটা ঘোরতর অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, 'কিট্‌স্'এর জীবনী পড়িলেও

তেমনি নিদারুণ অশান্তি হৃদয়টাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া ফেলে।

'কিট্‌স্' যেন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহাকে এতশীঘ্র সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। মৃত্যুর একটা ভয়ানক ত্রাস যেন সর্ব্বদাই তাঁহার মনে লাগিয়া থাকিত। কিট্‌স্‌এর অনেকগুলি কবিতায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের এক এক স্থানে এমন করুণভাষায় এমন গভীর নৈরাশ্য ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সমালোচনা করিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে নিদারুণ অবসাদে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। নিম্নে তাহার কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"Stop and consider! life is but a day;
A fragile dewdrop on its perilous way
From a tree's summit; and a poor Indian's sleep
While his boat hastens to the monstrous steep
Of Montmorenci. Why so sad a moan?
Life is the rose's hope while yet unblown;
The reading of an ever changing tale;
The light uplifting of a maiden's veil;
A pigeon tumbling in clear summer air;
A laughing schoolboy, without grief or care,
Riding the springy branches of an elm."

আর এক স্থানে আছে;—

"May these joys be ripe before I die."

একজন কোমল শিশুকবির মুখে এমন নৈরাশ্যের কথা শুনিলে কে স্থির থাকিতে পারে? কাহার চক্ষে জল না আসে?

শুধু কবিতায় নহে কিট্‌স্ বন্ধুদিগের নিকট যে সমস্ত চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে ও তিনি মধ্যে মধ্যে আপন সংকীর্ণ জীবনের কথা ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছেন।

কিট্‌সের জীবনী অতি সহজ এবং অতি সাধারণ। ইহাতে ঘটনা বৈচিত্রের বিশেষ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাল্য জীবন।—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে Moorfields (London)এ কিট্‌সের জন্ম হয়। শৈশবে Enfieldএর একটী সামান্য স্কুলে কিট্‌সের হাতে খড়ি হয়। বাল্যকালে কিট্‌স্ বড়ই দুরন্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই তিনি খেলায় রত থাকিতেন। পাঠে তাঁহার এক বিন্দু মনোযোগ ছিল না। সমপাঠিদিগের সহিত বিবাদ বিষম্বাদ করাই তাঁহার একমাত্র আমোদ ছিল। বিদ্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ Latin 'লাটীন' অভ্যাস করিয়া কিট্‌স্ জন্মের মত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট বিদায় লইলেন।

আট বৎসরের সময় কিট্‌সের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার অসীম স্নেহে কিট্‌স্ পিতৃশোক ভুলিতে ছিলেন। কিন্তু হায়! দেখিতে দেখিতে সেই স্নেহময়ী জননীও কিট্‌স্‌কে একাকী ফেলিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন! সংসারে এখন তাঁহার সহায় নাই, সম্পদ নাই, আত্মীয় নাই! 'কিট্‌স্' আপনার শিশু ভাইগুলিকে লইয়া অকুল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। 'কিট্‌স্' তখন পনর বৎসরের সংসারানভিজ্ঞ উদ্ধত বালক।

কবিতার বিকাশ।—যৌবনের প্রারম্ভে 'কিট্‌সের' কবিতার বিকাশ হয়। শৈশবে তাঁহার হৃদয়ে উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত প্রচ্ছন্ন ছিল। শুভক্ষণে কিট্‌সের এক বন্ধু তাঁহাকে Spenserএর 'Faery Queene' পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'Faery Queene' পড়িয়া কিট্‌স্ বড়ই সুখানুভব করিলেন। Spenserএর অসাধারণ কবিত্ব, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং অসামান্য লিপি কুশলতা দেখিয়া 'কিট্‌স্' একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 'কিট্‌স্'

'Faery Queene'এর কবিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। বলিতে কি 'Faery Queene' পড়িয়াই কিট্‌স্ কবি হইবার সংকল্প করিলেন। একথাটা অনেকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। ইচ্ছা, করিলেই কি মানুষ কবি হইতে পারে? কখনই নহে। "Poet is born not manufactured" একথা ধ্রুব সত্য। কিট্‌স্ প্রকৃত কবির হৃদয় লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'Faery Queene' কেবল তাহার ঈশ্বর প্রদত্ত নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। তাহার হৃদয়স্থিত বদ্ধ কবিতাস্রোতের পথ মুক্ত করিয়াছিল। বাইশ বৎসর বয়সে কিট্‌সের প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পর কিট্‌স্ চার বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অন্যান্য কাব্যগুলি রচিত এবং প্রকাশিত হয়। আমরা স্থানান্তরে কিট্‌সের কবিতাগুলির আলোচনা করিব।

প্রণয়ে কিট্‌স্।—কিট্‌স্ একটী বালিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। বালিকার নাম ফ্যাণী (Fanny)। ফ্যাণীর সহিত প্রতিদিন একবার দেখা না হইলে কিট্‌স্ অস্থির হইয়া উঠিতেন। সে দিন তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না। ব্যাকুলহৃদয়ে সতৃষ্ণ নয়নে 'কিট্‌স্' প্রতিদিন মুক্ত বাতায়ন পথে 'ফ্যাণীর' প্রতীক্ষা করিতেন। ভক্ত যেমন আপন আরাধ্যা দেবীর দর্শনে হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করে 'কিট্‌স্'ও আপন হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী ফ্যাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া তেমনি সুখানুভব করিতেন।

'কিট্‌স্' যখন প্রথম 'ফ্যাণী'কে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। ফ্যাণীর সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে প্রণয় কি পদার্থ বোধ হয় কিট্‌স্ তাহা কখনই অনুভব করেন নাই।

কিট্‌স্ প্রণয়ীকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এক স্থানে 'কিট্‌স্' লিখিয়াছেন "A man in love, I do think cuts the sorryest figure in the world" একথাটা কিট্‌সের পক্ষে যতদূর খাটে অন্য কাহারও পক্ষে ততদূর খাটে কিনা সন্দেহ।

কিট্‌স্ গোপনে আপন মনে ফ্যাণীর মূর্ত্তি পূজা করিতেন। আপন গভীর প্রণয়ের কথা কিট্‌স্ একদিনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু হায় যখন বালিকা 'ফ্যাণী' কিট্‌সের প্রণয় প্রতিদানে অসমর্থা হইল তখন তাঁহার কোমল সরল হৃদয় যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিট্‌স্ সেই নিরাশ প্রণয়ের অসহ্য যন্ত্রনায় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক 'ফ্যাণীর' প্রতি কিট্‌সের প্রগাঢ় হতাশ প্রণয়ই তাঁহার অকাল মৃত্যুর মূল কারণ!

"He lifted up his eyes,
And loved her with that love which was his doom."

কিট্‌সের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রণয় পত্রগুলি পাঠ করিয়া বাল্যবন্ধু 'সেভারন্' বলিয়াছিলেন—"But for this case (love to Fanny) he would have lived many years."

ফ্যাণীর প্রণয়ে হতাশ হইয়া কিট্‌স্ দৃঢ়চিত্তে কবিতা দেবীর উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি কাব্যালোচনায় ফ্যাণীকে ভুলিয়া যাইতে পারিবেন কিন্তু হায়! ফ্যাণীকে ভুলা আর তাঁহার জীবনে হইল না! স্কট্ (Scott) যথার্থই বলিয়াছেন—

"He who stems a stream with sand,
And fetter flame with flence band,
Has yet a harder task to prove
By farm resolve to conquor love."

কিট্‌সের কবিতা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌবনের প্রারম্ভে কিট্‌সের কবিতার বিকাশ হয়। একুশ বৎসরের পূর্ব্বে কিট্‌স্ কোন কবিতা লিখেন নাই। ১৮১৭ সালে কিট্‌সের বয়স যখন ২২ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়, সেই সময় হইতে কিট্‌সের প্রতিভা স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং ১৮২১ সালে ২৬ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যু সেই প্রবল স্রোতের বর্দ্ধিত শক্তিকে জন্মের মত প্রশমিত করিয়া দেয়। অতএব দেখা যাইতেছে কিট্‌স ৬ বৎসর কাল মাত্র কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ঠিক ৬ বৎসর বলিলেও অন্যায় হয়, কারণ, শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা এবং মানসিক অশান্তিতে কিট্‌সের অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কিট্‌সের কাব্যের সৃজন এবং অমরত্বের সংস্থাপন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাহিত্যজগতে একটা অতি গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। তোমার আমার জীবনের কত ছয় বৎসর বৃথা কার্য্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে আরও হয়ত কত ছয় বৎসর নষ্ট হইবে কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান।

কিট্‌সের কবিতাগুলি সাধারণত তিনি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ সনেট্ এবং আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগে 'Endymion', তৃতীয় ভাগে Lamia, Isabella, Eve of St. Agnes এবং Hyperion.

কিটসের কবিতাগুলি ক্রমশ উন্নতির দিকে চলিয়াছে। কিট্‌স্ বলিতেন "আমি ফুলের বিকাশ দেখিতে বড় ভালবাসি।" পাঠক একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন তাঁহার

কবিতার বিকাশও ফুলের বিকাশের মত। প্রথম ভাগে কবিতা কোরকে, দ্বিতীয় ভাগে ফোটনোন্মুখ, তৃতীয় ভাগে পূর্ণ বিকশিত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কিট্‌সের কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। আমরা যে তিন ভাগে তাঁহার কবিতা বিভাগ করিয়াছি পাঠক নিজে সেই বিভাগানুসারে একবার কিট্‌সের গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন কাব্যজগতে অপূর্ণ কিট্‌স্ কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণতার রাজ্যে অগ্রসর হইয়া ছিলেন।

কিট্‌সের জীবন অসম্পূর্ণ তাহার কবিতাও অসম্পূর্ণ, এই অসম্পূর্ণতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগেই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

কিট্‌সের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন "ইহা সাহিত্য জগতে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিবে।" কিন্তু হায়! তেমন কিছুই হইল না। কিট্‌সের বই পড়িয়া কেহ বড় প্রশংসা করিল না। সেই বন্ধুটীই আবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "Alas! the book might have emerged in Timbuctoo with far stronger chance of fame and approbation." কিট্‌সের প্রথম কবিতাগুলি যদিও সাধারণের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছে তবু একটু নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে তাহাতে কিট্‌সের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিট্‌সের কয়েকটী কবিতার এমনি অসাধারণ সৌন্দর্য্য যে পড়িলেই মোহিত হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ Sleep and Poetry, How many bards gild the lapses of time, On Woman এবং On Solitude প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। Sleep and Poetry পড়িয়া একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"It is a flash of lightening that will rouse men from their occupation" বাস্তবিক এ কবিতাটী স্থানে স্থানে

এমনি সুন্দর হইয়াছে যে পড়িলে কবিকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। "How many bards gild the lapses of time" নামক (Sonnet) সনেট্‌টীতে রচনার বেশ চাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। Horace Smith এই কবিতাটী পড়িয়া বলিয়াছেন "একজন বালকের পক্ষে এত অল্প কথায় এমন সুন্দর ভাব প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। আমরা তাহার কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতেছি।

"So the unnumbered sounds that evening store;
The songs of birds—the whisp'ring of the leaves—
The voice of waters the great bell that heaves
With solemn sound—and thousand others more,
That distance of recognizance bereaves,
Make pleasing music, and not wild uproar."

কিট্‌সের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা বড়ই বলবতী ছিল। এবং সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। "There was in him keenest sense of enjoyment and beauty"

কিট্‌সের নিকট—

"A thing of beauty is a joy for ever;
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams etc."

অতি সহজে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিতেন বলিয়াই কিট্‌স্ প্রাচীন গ্রীক্ কাব্যের এবং ভাস্কর্য্যের এত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আজীবন কেবল সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—"এ জগতে সৌন্দর্য্যই সত্য এবং যাহা সত্য তাহাই সুন্দর।" কিট্‌সের এই প্রগাঢ় সৌন্দর্য্যানুরাগে একটা দোষ ছিল। তিনি কেবল বহিঃ

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার কাব্য অসম্পূর্ণ। কাব্যে যে দুই দিকেই সমান দৃষ্টি রাখিতে হয় কিট্‌স্ তাহা জানিতেন না। বঙ্গকবিগুরু বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন "কাব্যের অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়।.....যখন বহিঃ প্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃ প্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃ প্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃ প্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়-পরতা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তি), অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। কিট্‌স্ এই ইন্দ্রিয়পরতা দোষে দোষী। তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বড়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিট্‌সের Endymion এ সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য বাহ্য প্রকৃতির। একজন সমালোচক (Mr. Stephen) কিট্‌সের Endymion পড়িয়া বলিয়াছেন He admired more the external decorations than felt the deep emotions. আর একজন (Sidney Colvin) কিট্‌সের কথা বলিয়াছেন "He delighted in leading you through the mazes of elaborate description but was less conscious of the Sublime and the Pathatic কিট্‌সের অসাধারণ বর্ণনাশক্তি ছিল, কিন্তু মানবহৃদয়ের গভীর ভাব অঙ্কনে তিনি তেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। যিনি কিট্‌সের "Hymn to Pan" পড়িয়াছেন তিনি জানেন সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাঁহার কিরূপ নৈপুণ্য ছিল।

কিট্‌স্ যে প্রকৃতির পূজা করিতেন তাহাও কেবল সৌন্দর্য্য

উপভোগ করিবার জন্য। তিনি কবি Wordsworth এর মত প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে অস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেন না। Wordsworth প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার খুলিয়া মহামূল্য মণিমুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন, আর কিট্‌স্ কেবল দূরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

Wordsworth প্রকৃতির মধ্যে একটা "living spirit" দেখিতে পাইতেন, কিন্তু কিট্‌স্ দেখিতে পাইতেন কেবল "Beauty"।

কিট্‌স্ তাঁহার অভাব বুঝিতেন। Endymionএর ভূমিকায় তাহা সরল ভাবে স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু কিট্‌স্ সাহিত্য-জগতে একটা অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন "(Filling himself for verses fit to live)" হায়! মৃত্যু তাঁহার হৃদয়ের আশা পূর্ণ হইতে দিল না।

কিট্‌সের সমস্ত উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয়। ১৮১০ সালে তাঁহার Lamia, Isabella, Eve of St. Agnes, এবং Hyperion প্রকাশিত হয়। পুস্তকের গুণের কথা ছাড়িয়া যদি কেবল পরিমাণের কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

Endymion অপেক্ষা Hyperionএ কিট্‌স্ অনেক উন্নতি করিয়াছেন। প্রকৃত কাব্যের হিসাবে Hyperion সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক, তথাপি যে সমস্ত গুণ থাকিলে কাব্য নিখুঁত হয় Hyperionএ তাহার অনেকগুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। Hyperionএ Endymionএর মত পদলালিত্য নাই, ছন্দোবিন্যাস নৈপুণ্য নাই, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি নাই কিন্তু ইহাতে কিট্‌সের অন্তর্দৃষ্টি আছে। Shelley বলিয়াছেন "Hyperion had the character of one of the antique desert fragments"।

Byron স্বীকার করিয়াছেন 'It seemed actually inspired by the Titans and as sublime as Æschylus"।

Eve of St. Agnesএর বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। Lamia, এবং Isabella ইংরেজী সাহিত্যে আদরের সামগ্রী। কিট্‌সের 'Ode' গুলি কবিতার রাজ্যে এক একটী উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। তাঁহার "Ode to Nightingale" Shelleyর "Skylark"র সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

কিট্‌সের সম সাময়িক লোকে তাঁহার কবিতার যে সমালোচনা করিয়াছেন সে সমালোচনা বড়ই তীব্র। তাঁহারা কেবল এক দিক দেখিয়াছেন। প্রাণপণে কিট্‌সের দোষ বাহির করিয়াছেন কিন্তু গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। Quarterly Review এবং Blackwood's Magazineএ কিট্‌সের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহাতে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া কবিকে গালি দেওয়া হইয়াছে। অনেকে বলেন সেই সমালোচনাই কিট্‌সকে খুন করিয়াছে। সেলি (Shelley) সেই বিশ্বাসেই Adonais রচনা করেন এবং Byron তাঁহার Don Juanএর একস্থানে বলিয়াছেন "John Keats who was killed by one critique." কিন্তু এবিশ্বাস নিতান্ত ভুল। কিট্‌স্ যদিও অতিশয় অসহিষ্ণু ছিলেন, রমণী সুলভ লজ্জাশীলতায় যদিও তিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন তবু তাঁহার হৃদয়ে বল ছিল। Byron তাঁহার "Hours of Idleness' এর সমালোচনা পড়িয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য "English bards and Scotch Reviewer" লিখিয়াছিলেন। কিট্‌স্ কিন্তু তেমন কিছুই করেন নাই। তিনি নীরবেই সকল কথা সহ্য করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

দুইটী চিত্র।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "মাধবীকঙ্কণ" উপন্যাসের আখ্যান বিষয়ের সহিত স্বর্গগত ইংরাজ মহাকবি টেনিসনের "এনক্ আর্ডেন" (Enoch Arden) পুস্তিকার গল্পাংশের একটী ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই সাদৃশ্যের ছায়াবলম্বনে উভয় পুস্তকের নায়কের চিত্র দুইটী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া পরস্পরের চরিত্র পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

পুস্তকদ্বয়ের মূলঘটনার সাদৃশ্য, স্ফুটতর করিয়া নিম্নে বিবৃত হইল—

মাধবীকঙ্কণ। নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র দুইটী বালকই একটী বালিকা হেমলতাকে ভাল বাঁসিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্র প্রতিদানে বালিকার ভালবাসা পাইল, কিন্তু ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রকে বাধ্য হইয়া সুদূর প্রবাসে যাইতে হইল। অদর্শনেও নরেন্দ্রনাথের গভীর অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু বহুদিন পরে যখন প্রণয়ীযুগলের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখন হেমলতা শ্রীশচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী। নরেন্দ্র হেমলতার পত্নীধর্ম্মাচরণের পথে কণ্টক স্বরূপ না হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিল।

এনক্ আর্ডেন। এনক্ আর্ডেন ও ফিলিপ রে (Philip Ray) দুইটী বালকই একটি বালিকা অ্যানি লীকে (Annie Lee) ভাল বাসিত। যৌবন কালে অ্যানি, এনক্‌কে প্রিয়পতি রূপে গ্রহণ করিল, কিন্তু বিধিবশে এনক্, অ্যানিকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে গমন করিল। প্রবাসে এনকের পত্নীপ্রেম অটুট রহিল, কিন্তু বহুবর্ষ পরে যখন অ্যানি পুনরায় এনকের নয়ন পথে পড়িল, তখন সে ফিলিপের

পরিণীতা পত্নী। এনক্ তাহার প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া অ্যানির জীবন বিষময় করিল না। সে তাহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অজ্ঞাত বাস করিল।

সাদৃশ্য এই মাত্র, কিন্তু উভয় পুস্তকের প্রভেদ বহুতর। মাধবী-কঙ্কণ একখানি চরিত্র ও ঘটনাবহুল বৃহৎ ঐতিহাসিক চিত্রময় উপন্যাস; এনক্ আর্ডেন একটী বিরল-চরিত্র ক্ষুদ্র পদ্য-গল্প (Idyll)। পুস্তক-দ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা অসম্ভব এবং পৃথক ভাবে সমালোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। পরন্তু কেবল মাত্র নায়ক চরিত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর মাধবীকঙ্কণ উপন্যাসের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি নির্ভর করে না, এই কথাটী যেন পাঠকের স্মরণ থাকে।

আমাদের আলোচ্য দুইটী চিত্র—নরেন্দ্র ও এনক্;—

হতভাগ্য নরেন্দ্রনাথ! বিধাতা তোমাকে দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই এজগতে পাঠাইয়া ছিলেন। যে দিন তোমারই পিতার প্রতিষ্ঠিত বীরনগরের গঙ্গা সৈকতে তোমার প্রথম সাক্ষাৎ পাইলাম, সেই দিনই মনে হইল বুঝি তোমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তুমি তখন দশম বর্ষীয় বালক মাত্র, তোমার মুখ খানি বড় সুন্দর, কিন্তু তুমি অত ক্রোধ পরায়ণ কেন? তুমিও বালির ঘর, করিতেছ, শ্রীশ বালক, শ্রীশও করিতেছে তাহাতে তোমার অত রাগ কেন? হেমকে তুমি বড় ভালবাস? ভালবাস তাহাতে ক্ষতি কি, হেমও ত তোমাকে ভালবাসে, তোমার কাছেই ত সে বেশীক্ষণ ছিল। শ্রীশও তাহাকে ভালবাসে, শ্রীশের কাছে কি সে এক বারও যাইবেনা? তোমার নিজের হাত কাঁপিয়া ঘর ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া কি শ্রীশ ও হেমের গায়ে বালুকা ছড়াইয়া দিতে হয়? শ্রীশ শান্ত

প্রকৃতি, সে তোমার অত্যাচার সহ্য করিল, হেম তোমাকে ভাল বাসে সে তোমার অভিমান-ক্রন্দনে সমবেদনা প্রকাশ করিল, তোমাকে কত সান্ত্বনা করিল। কিন্তু অপরে কি সেরূপ করিবে। তাই বলিতে ছিলাম, তুমি যেরূপ অভিমানী ও ক্রোধ পরবশ, বুঝি তোমার অদৃষ্টে শান্তি সুখ ঘটিবে না। কিন্তু নরেন্দ্র তুমি কি করিবে, ক্রোধ পরায়ণতা এবং তেজস্বীতাই তোমার স্বভাব। বোধ হয় তোমার সমরপটু স্বর্গগত বীর পিতার নিকট হইতেই তুমি এই তেজস্বীতা পাইয়াছ। তুমি বালক, জান না, যে ঐ তেজস্বী স্বভাব ভিন্ন, তোমার পিতার যে অতুল বৈভব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতেছ, তাহার কপর্দ্দকেও তোমার অধিকার নাই। তুমি মনে করিতেছ, তোমার অভিভাবক, তোমার পিতৃ অন্নে পালিত পিতার বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নবকুমার, তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তোমাকে সমস্ত বিষয়াদি প্রত্যর্পণ করিবে? তুমি বালক, হয়ত এচিন্তা তোমার মনে এখনো উঠে নাই, কিন্তু উঠিলে মনের অতি প্রান্তভাগেও এই আশাকে বিন্দুমাত্র স্থান দিও না। জানিও সংসারে অর্থই অনর্থের মূল, অর্থ বা অর্থজনিত সম্ভ্রম লোভে মানব কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় জলাঞ্জলি দেয়, বন্ধুত্ব বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করে, কৃতজ্ঞতা নির্ব্বোধের মস্তিষ্কবিকার—প্রসূত আকাশকুসুম বলিয়া হৃদয়ে দলিত করে। তোমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। নরেন্দ্র তুমি আশৈশব মাতৃ পিতৃহীন, তোমার উগ্র প্রকৃতি দেখিয়া দুঃখ হয়, কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমাকে আত্মসংযমী হইতে কে শিক্ষা দিবে; প্রেমময়ী, দেবীস্বরূপিণী শ্রীশচন্দ্রের বালবিধবা ভগ্না শৈবলিনী? তুমি উদ্ধত বালক স্ত্রীলোকের কথা শুনিবে কেন; তাহার সহিত তোমার কোন শোণিত সম্বন্ধ

নাই, আর সকল সময়ে সে তোমাদের বাটীতে থাকেও না। তোমার সর্ব্বস্বাপহারক স্বার্থপর নবকুমার ? তাহার প্রয়োজন !

আমরা যখন নরেন্দ্রের দ্বিতীয় বার দর্শন পাইলাম, তখন সে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক, পদার্পিত-মাত্র-যৌবন, উন্নত কায়, শ্রীমান, তেজস্বী পুরুষ। হেমলতার প্রতি তাহার বাল্য প্রেম যৌবনের প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে, এবং সে জানিয়াছে যে হেমও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। হেমের প্রণয় অব্যক্ত, কিন্তু তাহার সতৃষ্ণ চাহনীতে, তাহার প্রতি কার্য্যে নরেন্দ্রকে এই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার প্রণয়ের গভীরতা জানাইয়া দেয়। প্রণয়িণীর প্রেমলাভই যদি নরেন্দ্রের একমাত্র চিন্তা হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্র এখন সুখী। কিন্তু হেমের অবিচ্ছেদ প্রেমমুখ-সন্দর্শন পথেও অচিরে নরেন্দ্র বাধা পাইল। নরেন্দ্রের উদ্ধত ও অসহিষ্ণু স্বভাবই তাহার বিপক্ষতাচরণ করিল, এবং তাহার সুখ ভঙ্গের অব্যবহিত কারণ হইল। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রের শ্রীশের উপর ঈর্ষা। বাল্যকালে উভয়ের চরিত্র-পার্থক্য হেতু এবং হেমের স্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে, নরেন্দ্র শ্রীশের প্রতি বীতরাগ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদিও সে জানিয়াছিল, যে হেমের প্রণয় লাভ-কল্পনা ভ্রান্ত শ্রীশের পক্ষে, অলীক সুখ স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলেও, শ্রীশের সহিত অপ্রণয়ের নরেন্দ্র অপরাপর কারণ পাইয়াছিল। সে অবগত হইয়াছিল যে হেমের সহিত বিবাহ দিবার জন্যই, হেমের পিতা নবকুমার, শ্রীশকে লালন পালন করিতেছে, এবং শ্রীশই নবকুমার কর্ত্তৃক অপহৃত, নরেন্দ্রের পৈত্রিক বিষয় বিভবের ভাবী উত্তরাধিকারী। সুতরাং শ্রীশের উপর আক্রোশ নরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক। শ্রীশ যে স্বয়ং নিরপরাধ, এবং নরেন্দ্রের শত অত্যাচার, আপনার ধীর ও সংযমী স্বাভাবগুণে অহরহঃ

মার্জ্জনা করে, ক্রোধান্ধ নরেন্দ্র তাহা দেখিয়াও দেখিত না। সে একদিন নিজ দোষে শ্রীশের সহিত কলহ করিল ও তাহাকে কটূক্তিময় গালি দিল, এবং এই অযথাচরণের জন্য নবকুমার তাহাকে সুতীব্র ভৎর্সনা করিলে, নরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে তাহার বহুদিন-সঞ্চিত ক্রোধরাশি নবকুমারের উপর মর্ম্মভেদী বাক্যে ব্যয়িত করিল। নবকুমার সুযোগ পাইল, নরেন্দ্রকে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল।

নরেন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভের সহিত এনক্‌কে আমরা যে অবস্থায় প্রথম সন্দর্শন করি, তাহার সাদৃশ্য বড় চমৎকার। এনক্‌কে যখন আমরা প্রথম দেখিতে পাইলাম তখন নরেন্দ্রের ন্যায় এনক্‌ও বালক, এনক্‌ও আশৈশব মাতৃপিতৃহীন। সে, অপর একটী বালক ফিলিপ এবং একটী সুন্দরী বালিকা অ্যানির সহিত, সুদূর ইংলণ্ডের একটী ক্ষুদ্র বন্দরে, ফেণিল তরঙ্গ-তাড়িত সাগরসৈকতে, বালুকাগৃহ নির্ম্মাণ, ও সেই ক্ষণভঙ্গুর ক্রীড়াগৃহগুলির সমুদ্র তরঙ্গে ধ্বংসাবলোকন আমোদে রত ছিল। নরেন্দ্রের ন্যায় এনক্‌ও চঞ্চল, বলবান এবং তেজস্বী। এনক্‌ও ফিলিপ, অ্যানিকে বধূ সাজাইয়া, পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিনের জন্য গৃহস্থ খেলা খেলিত। কিন্তু এনক্‌ শারীরিক বলের অখণ্ডনীয় যুক্তিতে ধীর প্রকৃতি ফিলিপকে পরাস্ত করিয়া ক্রমাগত সপ্তাহব্যাপী কালই হয়ত, অ্যানিকে আপনার কাল্পনিক পত্নীরূপে অধিকার করিত। হেমলতার ন্যায় অ্যানি মধ্যস্থা হইয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিত।

উভয় বালকই অ্যানিকে ভাল বাসিত এবং যখন তাহারা যৌবনের উষালোকে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রেমমন্দিরে দৃষ্টিপাত করিল, তখন

উভয়েই দেখিল যে অ্যানি মূর্ত্তিই সেখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রণয়িণীর প্রেম লাভ বিষয়ে এনক্‌ও নরেন্দ্রের ন্যায় ভাগ্যবান হইল। মানব অন্তরের যে নিগূঢ় কারণ বলে, হেমলতা শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি শ্রীশের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া নরেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল, যে কারণে শৈবলিনীর প্রণয়, পুরুষোত্তম চন্দ্রশেখরের প্রতি ধাবিত না হইয়া, প্রতাপকে আশ্রয় করিয়াছিল, যে কারণে গুইনিবিয়ার (Guinevere) দেবোপম আর্থরের (Arthur) গভীর প্রেমের প্রতিদান না করিয়া লান্সলটের (Lancelot) প্রতি আসক্তা হইয়াছিল, সেই কারণেই অ্যানি ধীর ও সহিষ্ণু ফিলিপের প্রণয়ে আকৃষ্ট না হইয়া, এনক্‌কে পতিত্বে বরণ করিল।

বিবাহের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর নব দম্পতীর পরম সুখে অতিবাহিত হইল। এনক্‌ একজন অসম সাহসিক ও নিপুণ নাবিক এবং ধীবরশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইল। তাহার পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থে, পতিপত্নীর অনন্ত প্রেম-বিনিময়ে, এবং পুত্রকন্যার আনন্দ কোলাহলে এনকের দরিদ্র গৃহ সুখের আবাসভবন হইল। কিন্তু তাহার পর পরিবর্ত্তন আসিল। দুর্দ্দৈববশতঃ এনক্‌ একটী অর্ণবপোতের উচ্চমাস্তুল হইতে পতিত হইয়া বহুদিন শয্যাশায়ী রহিল। ক্রমে তাহার সংসারে অভাবের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখা দিল। এবং এনক্‌ আরোগ্য লাভ করিয়া দেখিল, যে তাহার ব্যবসায়ে প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাপর ব্যাঘাত আবির্ভূত হইয়া তাহার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এনক্‌ তাহার পত্নী ও সন্তানগণকে দারিদ্র্য কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যাকুল হইল। এই সময়ে তাহার পরিচিত একজন পোতাধ্যক্ষ তাহাকে নাবিকরূপে সুদূর চীনরাজ্যে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। এনক্‌ দারিদ্র্যের ঘনান্ধকার হইতে

বাণিজ্যে আশাতীত ধনোপার্জ্জনের এবং স্বর্ণকিরণ মণ্ডিত ভবিষ্যৎ সুখের প্রদীপ্ত চিত্র দেখিল। সে এই সুসংবাদ ঈশ্বর প্রেরিত মনে করিল। এবং অ্যানির ক্রন্দন ও আপত্তিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া, আপনার বিষম বিরহবেদনা কল্পনায় বিচলিত না হইয়া, অ্যানি ও তাহার সন্তানগণকে অভাবের কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাকে পাষাণকঠিন করিল;

"He not for his own self caring but her,
Her and her children, let her plead in vain;
So grieving held his will and bore it thro."

এইরূপে নরেন্দ্র ও হেমের ন্যায় এনক্‌ ও অ্যানির, ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদ ঘটিল। নরেন্দ্র ও এনকের অবস্থার প্রধান প্রভেদ এই যে বিচ্ছেদ সময়ে অ্যানি এনকের পরিণীতা স্ত্রী, হেম নরেন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্খিনী মাত্র। এনকের পুনর্ম্মিলনের আশা ছিল, নরেন্দ্রের মনে যে ঐ আশা ছিল না, তাহা নহে কিন্তু রোষে, ক্ষোভে, ও সময়াভাবে, সে আপনার মনের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে নিরাশ অন্তরে হেমের নিকট বিদায় লইয়া ছিল। কয়েক বৎসর সম্ভোগে এনকের প্রণয় তৃষ্ণা কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত হইলেও তাহা, অপেক্ষাকৃত বয়ঃ কনিষ্ট নরেন্দ্রের অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্খা অপেক্ষা, প্রখরতায় কিছু মাত্র ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না সুতরাং বিদায় কালীন মনোবেদনা উভয়ের পক্ষেই সুতীব্র হইয়াছিল। নরেন্দ্র বিদায় কালে হেমকে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিল—

"নরেন্দ্র তোমাকে কিরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত ভাল বাসিত, * * রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু অদ্য এ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল * * * অদ্য হইতে অরণ্যে অরণ্যে যাবজ্জীবন পরিভ্রমণ করিব।"

"* * * শ্রীশচন্দ্রের সহিত তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিবেন তাহা জানিতাম, সে জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়াছি।"

পরে মাধবীলতা রচিত একগাছি কঙ্কণ হেমের হস্তে পরাইয়াদিয়া বলিল "* * হেম, বোধ হয় তুমিও আমাকে কিছুদিন স্মরণ রাখিবে। যদি রাখ, যতদিন নরেন্দ্রের জন্য তোমার স্নেহ থাকিবে; ততদিন এই মাধবী কঙ্কণটী রাখিও, যখন অভাগাকে ভুলিয়া যাইবে, জাহ্নবী জলে শুষ্কলতা ফেলিয়া দিও।"

এই কথাগুলি শুনিলে মনে হয় যেন নরেন্দ্র হেমলতাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা কিছু মাত্র রাখে না, এবং হেমের পরপত্নীত্ব যে অবশ্যম্ভাবী ইহাও তাহার ধ্রুব বিশ্বাস। যদি তাহাই হয়, তবে হেমকে তাহার প্রদত্ত প্রণয় চিহ্ন ধারণ করিতে বলা যে অসঙ্গত অনুরোধ তাহা নরেন্দ্রের মনে আসিল না। যাহা হউক নরেন্দ্র তখন রোষে ক্ষোভে বিকৃত মস্তিষ্ক, সুতরাং অসহিষ্ণু নবীন হতাশ প্রেমিকেরা সাধারণতঃ যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে নরেন্দ্র সেইরূপই করিল। সে যতদূর পারিল হেমলতাকে কাঁদাইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিদায় গ্রহণ করিল।

এনকের পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ চিত্রটী অন্যরূপ। অর্দ্ধবর্ষ ব্যাপী মহার্ণব যাত্রার তৎকালীন অশেষ বিপদসঙ্কুলতার কথা বিদিত হইয়াও, ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী এনক্, অ্যানির সহিত পুনর্মিলনের আশা রাখিত। সুতরাং সে আপনার সম্ভাবিত অনুপস্থিতি কালের জন্য পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, শোকবিহ্বলা পত্নীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইল। এবং আপনার অন্তরের দুঃসহ যাতনা গোপন রাখিয়া অ্যানির মানসফলকে পুনর্মিলন ও ভাবীসৌভাগ্য সম্পদের বিমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া, কত আশ্বাস বাক্য বলিল, কত শুষ্ক হাসি হাসিল—

"Annie, this voyage by the grace of God.
Will bring fair weather yet to all of us.
Keep a clean hearth and a clear fire for me,
For I'll be back, my girl, before you know it."

নরেন্দ্রের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে, যে হেমের সহিত পুনর্মিলনের আশা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা, তাহার প্রবল অন্তর্দাহ প্রসূত চিত্তবিকার ও শারীরিক পীড়ার প্রশমিত হইলেই প্রকাশ পাইল। ঐ চিন্তাই তাহার প্রকৃতিস্থ হৃদয়ের সমস্ত স্থান অধিকার করিল। সে নবকুমারের কবল হইতে, আপনার পৈত্রিক জমিদারী উদ্ধার করিবার জন্য বঙ্গের সুবাদার শাহসুজার নিকট আবেদন করিল,—উদ্দেশ্য, কৃতকার্য্য হইলে স্বার্থপর নবকুমার নরেন্দ্রকে কন্যাদান করিবে। আবেদন অগ্রাহ্য হইল, কিন্তু নরেন্দ্রকে তেজস্বী দেখিয়া সুবাদার, রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারিলে, তাহাকে অন্য জমিদারী পুরস্কারের আশা দেখাইল। অগত্যা সেই আশার সহিত নরেন্দ্রের হৃদয়ে হেমকে পুনঃপ্রাপ্তির আশাও বিজড়িত হইল।

তিন বৎসর পরে নরেন্দ্র সেই সুবাদারের পক্ষে, কাশীর রণক্ষেত্রে অতুল সাহস দেখাইয়া আহত হইল; এবং পীড়িত অবস্থায় ঘটনাক্রমে দিল্লিতে নীত হইল। আরোগ্য লাভ করিয়া সে রাজস্থানে গমন করিল, এবং যুদ্ধে আহত অবস্থায় তাহার প্রাণদানকারী একজন রাজপুত যোদ্ধার (গজপতিসিংহ) পক্ষ হইয়া পুনরায় যুদ্ধকার্য্যেও লিপ্ত হইল। পরে বিষাদিত অন্তরে উদ্দেশ্য রহিত ভাবে কিছুকাল রাজস্থানেই পরিভ্রমণ করিল।

সে এখন শুনিয়াছে যে বহুদিন হইল হেম, শ্রীশের সহিত পরিণয় বন্ধনে ইহজীবনের মত আবদ্ধা হইয়াছে। তথাপি সে হেমকে দেখিবার জন্য, তাহাকে আপনার বিষাদ কাহিনী শুনাইবার জন্য

নিরতিশয় ব্যাকুল হইল। অপর এক ব্যক্তি তাহাকে বুঝাইয়াছিল, যে নরেন্দ্র যে ভাবে হেমকে দেখিতে চাহে, সে ভাবে পরস্ত্রীকে দেখা দূরের কথা, চিন্তা করাও পাপ। সে আরও বুঝাইল যে তাহার সহিত হেমের সাক্ষাৎ হইলে, শ্রীশের পবিত্র সংসারে অশান্তি উপস্থিত এবং হেমের মহা অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; অতএব হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে মহাপাপে লিপ্ত হইবে। নরেন্দ্র স্বীকার করিল যে সে ঘোর পাপিষ্ঠ এবং মুখে বলিল—

"হেমলতার হানি করা দূরে থাক, তাঁহার শরীরের একটী কণ্টক বিমোচন করিবার জন্য, আমি জীবন দিতে পারি। * * আমি হেমলতাকে এজীবনে দেখিতে চাহিনা।"

কিন্তু সে কার্য্যকালে আপনার বাক্য রক্ষা করিল না। সে একবার ঘটনাক্রমে হেমের অজ্ঞাতে তাহাকে আগ্রায় দেখিতে পাইল। কিন্তু সে দেখায় সন্তুষ্ট না হইয়া, হেমকে পুনরায় দেখিবার জন্য সে মথুরায় গমন করিল। সে জানিত যে এই সাক্ষাৎ তাহার মনের অতৃপ্ত বাসনা অধিকতর প্রজ্বলিত করিবার জন্য, এবং হেমের সর্ব্বনাশ সাধন মানসে তাহার উপর প্রতিহিংসা-পরায়ণা কোন শত্রু রমণী (জেলেখা) কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। তথাপি সে গমন করিল।

ইহাতে বুঝা যায় যে বহুবৎসর অদর্শনেও নরেন্দ্রের হৃদয়ে হেমের প্রতি প্রণয় লালসার কিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু সে প্রণয়ে নিঃস্বার্থতা বা পবিত্রভাবের অভাব দেদীপ্যমান। নরেন্দ্র এখন বালক নহে, বহুদর্শী হইয়াছে, বিপদ এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ তাহাকে শিক্ষিত করিয়াছে। তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞানে সে নিজে অজ্ঞ হইলেও, অপরে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত

উপদেশ ও শিক্ষা পদতলে বিদলিত করিয়া সে দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য, অসংযত আবেগের বশীভূত সাধারণ নবীন প্রেমিকের ন্যায় কার্য্য করিল। যদিও সে হেমের প্রতিমূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া আর একজন রূপসী রমণীর (জেলেখার) প্রগাঢ় প্রণয়ে অবহেলা করিয়া প্রণয়ের জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল বটে—কিন্তু সে রমণী যবনী, এবং সে কৌশলে নরেন্দ্রকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল প্রকাশ্য ভাবে নহে, সুতরাং তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ যে জীবন ভয় উপেক্ষা করিয়াও সেই রমণীর অযাচিত প্রেমপূজা প্রত্যাখান করিয়াছিল, তাহাতে সে যে কিছু বিশেষ প্রশংসনীয় আত্মত্যাগ বা অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিল এরূপ নহে।

তাহার পর পরস্ত্রী হেমের সহিত যখন নরেন্দ্রের মথুরার দেব মন্দিরে সাক্ষাৎ হইল, তখনও নরেন্দ্র তাহার নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিল।

হেমলতার অন্তরেও নরেন্দ্র-দর্শন বাসনা বড়ই বলবতী ছিল। সেও প্রকৃত সাধ্বীস্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করে নাই। সে বয়স্থা হইলে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে সে স্বামীর নিকট নরেন্দ্রের প্রতি নিজ অনুরাগের কথা প্রকাশ করে নাই; তদ্গতপ্রাণ পতিকে প্রতারণা বাক্যে ভুলাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিবার আশায় তীর্থদর্শনে আসিয়াছিল; সে পরপত্নী হইয়াও নরেন্দ্রের প্রণয় চিহ্ন অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করে নাই, এবং সে নরেন্দ্রকে অনুক্ষণ চিন্তা করিত। কিন্তু সে নিজ মনের দুর্ব্বলতার জন্য একান্ত-মনে অনুতাপ করিত এবং শৈবলিনীর ধর্ম্মোপদেশ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া মনের বলের জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। এবং নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শৈবলিনী

তাহাকে তাহার স্ত্রীধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিলে, সে নরেন্দ্রের সমক্ষে যেরূপ মনের বল দেখাইল, তাহা অস্বাভাবিক বোধ হইলেও প্রশংসনীয়। কিন্তু সে নরেন্দ্রকে যে কথাগুলি বলিল, তাহা সাধ্বী হিন্দুস্ত্রী মাত্রেরই নিকট হইতে আমরা প্রত্যাশা করি, তাহাতে ধর্ম্মজ্ঞানের অসাধারণত্ব কিছুমাত্র নাই। এবং যখন আমরা প্রতারিত শ্রীশের কায়িক ও মানসিক সৌন্দর্য্য, অনন্যসাধারণ পত্নীপ্রেম এবং পত্নীর প্রতি অচল বিশ্বাসের কথা স্মরণ করি, তখন আমাদের মনে হয়, যে হেমের বক্তৃতা যদি অন্যরূপ হইত তাহা হইলে আমরা তাহাকে কৃতঘ্না এবং পাপীয়সী বলিতে বাধ্য হইতাম। হেম, নরেন্দ্রকে কর্ত্তব্য-বিস্মৃত বিকলচিত্তের ন্যায় দেখিয়া স্নেহকরুণস্বরে বলিল,—'সে পরস্ত্রী, সুতরাং এক্ষণে উভয়েরই বাল্যকালের প্রণয় বিস্মৃত হওয়া উচিত। নরেন্দ্রকে বিধাতা পরাক্রম ও যশ দিয়াছেন ও হেমকে দেবতুল্য স্বামী, শৈবের ন্যায় ননদিনী, ধন ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, সুতরাং উভয়েরই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

ইহাতে নরেন্দ্র বিস্মৃত হইয়া বলিল "হেমলতা আমি এতদিন তোমাকে জানিতাম না, তুমি মানবী না দেবী? এরূপ সহিষ্ণুতা, এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান, আমি এজগতে দেখিনাই, কখন দেখিব না।"

সীতা দময়ন্তীর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্রনাথের সতী-ধর্ম্মানুষ্ঠানের অল্পদর্শিতা দেখিয়া আমরাও বিস্মৃত হইলাম এবং তাহার দুর্ভাগ্যে দুঃখিত হইলাম। নরেন্দ্র কি হেমকে অন্যরূপ দেখিতে আশা করিয়াছিল?

যাহা হউক পরে, নরেন্দ্রকে ভবিষ্যতে যখনই দেখিবে, তখনই হেম আহ্লাদিতা হইবে, এবং বিপদে পড়িলে বীরনগরে তাহাকে সমাদরে আশ্রয়দান ও সেবা শুশ্রূষা করিবে এইরূপ বাক্যে আশ্বস্ত

করিয়া হেম নরেন্দ্রকে তাহার প্রদত্ত প্রণয়চিহ্ন মাধবীকঙ্কণটী হস্ত হইতে মোচন করিতে অনুরোধ করিলে, নরেন্দ্র হেমকে জিজ্ঞাসা করিল—

"হেম, তবে কি জীবনের জন্য, আমাকে বিস্মরণ করিবে?"

কি অদ্ভুত স্বার্থপর প্রশ্ন! হেমকে পুনরায় আশ্বাস দিতে হইল যে সে ভগ্নীভাবে নরেন্দ্রকে ভাল বাসিতে প্রস্তুত, এবং বুঝাইতে হইল, যে তাহার প্রদত্ত প্রণয়চিহ্ন ধারণে হেমের দোষ আছে।

নরেন্দ্র তখন আপনার অন্তরের কলুষভাব সত্ত্বেও পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া মাধবীকঙ্কণটী মোচন করায় কোন দূষিত ভাব দেখিল না। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে নরেন্দ্রের সময়ে পরনারীর করপল্লব ধারণের পবিত্রভাব ভারতে অজ্ঞাত ছিল। যদিও হেমলতা নিজেই প্রণয়-মোহ মুগ্ধা নায়িকার ন্যায় নরেন্দ্রকে ঐ কার্য্য করিতে প্রণোদিত করিয়া ছিল, তথাপি হেম তখন নরেন্দ্রকে ভগ্নীরচক্ষে দেখিতেছে, এই বিশ্বাসে হেমের অবিমৃষ্যকারিতা মার্জ্জনীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু নরেন্দ্রের হৃদয়ে যে হেম-লতার বক্তৃতায় ভ্রাতৃভাবের ছায়াও স্পর্শ করে নাই, তাহা হয় তাহার মস্তিষ্কের জড়তা বা চিত্তবিকার বশতঃ সে বুঝিতে পারে নাই, নতুবা বুঝিয়াও তাহার কর্ত্তব্যনীতি পালন করিতে সে অসমর্থ ছিল।

এই ঘটনার পর যদিও নরেন্দ্র আপনার নিদারুণ দুঃখভার বুকে লইয়া সন্ন্যাসী হইল, কিন্তু সে বিরাগী হইল না। নতুবা এতদেশ থাকিতে সে বীরনগরের কাছে আসিয়া বাস করিবে কেন? তাহার পর নিজের সামর্থ থাকিতে পরান্নে প্রতিপালিত হওয়া যে অধর্ম্ম, তাহা নরেন্দ্রনাথের মনে, (আমাদের জাতিগত দুর্ভাগ্য বশতঃ,) উদিত হয় নাই। সে দিবাভাগে (যখন দেশ বিদেশ

হইতে তাহাকে লোকে দেখিতে আসিত) ধ্যান করিত এবং রাত্রে পরদুঃখ মোচনের জন্য ব্যস্ত হইত !

হেমলতার বিবাহের দশবৎসর পরে সে নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসীভ্রমে দেখিতে যাইলে, নরেন্দ্র আত্ম গোপন রাখিয়া হেমকে আশীর্ব্বাদ করিল "পতিব্রতা হও।" নরেন্দ্রের কথা মনে পড়িলে এখনও হেমের মুখে বিষাদ ছায়া পড়ে বটে, কিন্তু গৃহত্যাগী চিরদুঃখী ভ্রাতার জন্য অশ্রুপাত করিতে ভগ্নীর অধিকার আছে, সে নরেন্দ্রকে বীরনগরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সাদরে আহ্বান করিয়া মনের বলের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছিল ; আমরা আশা করি নরেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নরেন্দ্র তুমি পরস্ত্রী চিন্তা বিস্মৃত হও, অথবা যদি তাহা অসম্ভব বিবেচনা কর, তাহাকে ভগ্নীভাবে দেখিতে শিক্ষা কর : তোমার সন্ন্যাসী সজ্জায়, এবং বহুবর্ষব্যাপী ধ্যানে কোন বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। তুমি তোমার প্রিয়তমা হেমকে "জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন" বলিয়া আশিস্ করিলে বটে, কিন্তু তোমার নয়ন কোনে অশ্রু কেন ?

ইহার পর নরেন্দ্র চিরতরে নিরুদ্দেশ হইল। নরেন্দ্র যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া ছিল, কিন্তু তাহা পরের জন্য নহে। সে বীরনগর হইতে কোন দূরবর্ত্তী লোকালয়ে বাস করিলে হেমের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, বরং নরেন্দ্র সুখে আছে শুনিলে হেমের অন্তরে যেটুকু অসুখ ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইত। মানবের দুঃখমোচন ব্যপদেশেও তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ কর্ম্মক্ষেত্রে লিপ্ত থাকিয়া ধনবান হইলে, কেবল মাত্র মুখের সান্ত্বনা বা কায়িক শুশ্রূষা ব্যতীত দুঃখী বা আর্ত্তদিগকে সাহায্য করিবার, সে অধিকতর

উপযোগী হইতে পারিত। অতএব নরেন্দ্রের লোকালয়ত্যাগ ও পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন, আপনার অসংযত ও বিষাদময় হৃদয়ের শান্তির জন্য, সুতরাং উহা পরহিতে আত্মোৎসর্গ নহে। নরেন্দ্রের কার্য্যগুলি অসাধারণ অথচ অসুন্দর, আদর্শের দিকে গমনোন্মুখ অথচ তাহার নিকট পঁহুছিতে পারে নাই।

নরেন্দ্র, তুমি তেজস্বী, তুমি কৃতজ্ঞ, তুমি স্বদেশের দুঃখে কাঁদিয়া ছিলে, তুমি বাঙ্গালী হইয়াও বীর, তোমার প্রেমপূজা আজীবন স্থায়ী, তুমি মহৎ হইতে পারিতে তোমার প্রেম বিশ্ববিসারী হইতে পারিত। কিন্তু হায়! তোমার মনের দুর্ব্বলতা ও সংকীর্ণতা এবং উচ্চধর্ম্ম শিক্ষার অভাব, তোমার মহত্ত্বের পথে বিষম অন্তরায় হইয়াছিল। তোমার প্রেম সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা স্থায়ী, কিন্তু সে প্রেমে পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ ভাবের বিকাশ অতি অল্পই হইয়াছিল। যদি মথুরায় দেব মন্দিরে তুমি তোমার প্রণয়পাত্রীর নিকট হইতে উপদেশ ও বাধা না পাইতে, যদি সে তোমাকে অনুমাত্র প্রশ্রয়দান করিত, তাহা হইলে তুমি যেরূপ দুর্ব্বলচিত্ত এবং সেণ্টিমেণ্টাল, তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু নরেন্দ্র ! তুমি জন্ম দুঃখী এবং তোমার দুঃখভার কত দুর্ব্বিষহ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি ;—আমরা তোমার সমবেদক, তোমার জন্য অশ্রুপাত করি।

এনকের অগ্নিপরীক্ষা নরেন্দ্রের অপেক্ষা কঠিনতর। এবং এনক্ ম্লেচ্ছদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই পরীক্ষাদান সময়ে ধর্ম্মজীবন ও আত্মত্যাগের যে সুউচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, হিন্দুসন্তান নরেন্দ্রনাথ তাহার নিম্নস্তরও অতিক্রম করিতে পারে নাই।

দীর্ঘ সপ্তবর্ষকাল ব্যাপী নির্ব্বাসন বা জীবন্মৃত্যুর পর এনক্ যখন, আশায়, উৎকণ্ঠায় কম্পিত হৃদয়ে, ইহজীবনের স্বর্গ, সুখের কেন্দ্রস্থল, গৃহে ফিরিল, সে দেখিল, তাহার গৃহ শূন্য, সে তাহার জীবনসর্ব্বস্ব ধর্ম্মপত্নী, যাহার সুখের জন্য, সে গৃহত্যাগ করিয়া সুদূর মহাসাগর পারে ধনোপার্জ্জন করিতে গিয়াছিল, যাহার প্রেমমুখ পুনঃ-সন্দর্শন আশায়, জলমগ্নপোত হইতে রক্ষা পাইয়া সে বহুবর্ষ জন-মানব শূন্য দ্বীপে অশেষ ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়াছিল, সেই অ্যানি, পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী, সে ফিলিপের বিবাহিতা স্ত্রী। এনকের দুঃখ ও নৈরাশ্য কল্পনা করিতেও আমাদের ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এনক্ যখন শুনিল যে বর্ষের পর বর্ষ, কত যন্ত্রণা, কত অভাব, কত আকুলতা, কত নৈরাশ্য সহ্য করিয়া অ্যানি তাহার জন্য আশাপথ চাহিয়াছিল, সে যখন শুনিল যে ফিলিপ, তাহার পুত্রকন্যাকে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে, ও পিতৃযত্নে লালন পালন ও শিক্ষিত করিয়াছে, সে যখন শুনিল যে অ্যানি কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হইয়াও, এবং অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও ফিলিপের গভীর প্রেমপূজা গ্রহণ করে নাই, সে যখন ফিলিপের সহিষ্ণুতা ও সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা শুনিল, তখন সে অ্যানি বা ফিলিপের প্রতি কোন রূপ দোষারোপ করিল না।

কিন্তু আপনার ঘনতমসাচ্ছন্ন ভবিষ্য আকাশের প্রতি স্বতঃই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সে ভয়ানক দৃশ্যে তাহার হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল, সে ভাবিল, 'বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইলাম, মরিলাম না কেন'। কিন্তু সেই ভস্মীভূত সুখাশার শ্মশানভূমে দণ্ডায়মান হইয়াও, এনক্ তাহার ইহসুখের স্বর্গ, প্রাণের প্রাণ অ্যানি যে সুখে আছে, সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল, এবং রজনীর অন্ধকারে

জনমানবের অদৃশ্যে, উন্মুক্ত বাতায়নপথে, ফিলিপের শান্তিময় ও সুখময় গৃহে, অ্যানি ও পুত্র কন্যার প্রেম মুখ সন্দর্শনে, আপনার হৃদয়ের প্রবল পিপাসা একবার মিটাইল। চর্ম্মচক্ষে নিজের প্রিয়তম ধন পরের কক্ষগত অবলোকন করা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে কত কঠিন, তাহা এনক্ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। কিন্তু সে যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে আর আপনার জন্য ভাবিল না, সে কেবল ভাবিল যদি তাহার জীবিত বার্ত্তা প্রকাশ পায় তাহা হইলে অ্যানি ও ফিলিপের জীবন বিষময় হইবে এবং তাহাদের সুখের ভবন চিরতরে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এনক্ আত্মগোপন রাখাই তাহার জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিল। যে পুত্র কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিবার সুখাশায়, সে দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, আত্মপ্রকাশ ভয়ে সে সুখেও এনক্ আপনাকে বঞ্চিত করিল। সে এই কঠোর আত্মত্যাগ সম্পাদনের জন্য জগদী-শ্বরের নিকট মনের বলের প্রার্থনা করিল—

"O God Almighty, blessed saviour, Thou
That didst uphold me on my lonely isle
Uphold me Father, in my loneliness
A little longer! aid me, give me strength
Not to tell her, never to let her know.
Help me not to break in upon her peace.
My children too! must I not speak to these?
They know me not. I should betray myself.
Never: No father's kiss for me—the girl
So like her mother, and the boy, my son."

জগদীশ্বর এনকের কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য তাহার ভগ্ন হৃদয়ের অসহনীয় বেদনা কথঞ্চিত প্রশমিত করিল।

বহুবর্ষ নির্জ্জন-বাস হেতু আকৃতিগত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন

এনক্‌কে আত্মগোপন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিল। এনকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু সে পরান্নে পালিত হওয়া ঘৃণিত বোধ করিল, এবং ভগ্নশরীরে যথা সাধ্য পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। সে শুনিয়াছিল যে তখন ও অ্যানির মনে মৃত এনকের পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন আশঙ্কা সময়ে সময়ে দুঃস্বপ্নের ন্যায় উদিত হয়; তাহার প্রিয়তমার অন্তর হইতে এই অশান্তির অপনয়ন করিতে পারিবে ভাবিয়া পীড়িত এনক্‌ দুঃখের মধ্যেও সুখ পাইল, সে তাহার শেষের দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বৎসরেক পরে জগদীশ্বর তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন, এনক্‌ ইহজন্মের মত শয্যাশায়ী হইল। সে অ্যানিকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিত এই কথা জানাইয়া যাইতে পারিবে ভাবিয়া তাহার বিশুষ্ক বদন উৎফুল্ল হইত। অন্তিম সময়ে নয়নপুত্তল পুত্রকন্যার মুখ সন্দর্শনের সাধ মানবহৃদয়ে বড়ই অনিবার্য্য হইয়া উঠে, এনক্‌ সেই প্রবল প্রলোভনও মর্ম্মতলে দলিত করিয়া তাহার জীবনের কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিল। এনক্‌ যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার ইহজগতের শেষ দিন উপস্থিত প্রায়, সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া, অ্যানিকে অনন্ত প্রেমানুরাগ, পুত্রকন্যাকে সস্নেহ মঙ্গলকামনা এবং ফিলিপকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ, তাহার মৃত্যুর পর জ্ঞাপন করিবার আদেশ দিল। এবং প্রেমভরে অ্যানির ভাবী সুখদুঃখের কথাও সে ভাবিল, পাছে অ্যানির ভবিষ্য জীবনে শান্তির ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় সে অ্যানিকে তাহার মৃতমুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিবার কথা বলিয়া রাখিল।

ইহার পর তৃতীয় রাত্রে জগৎপিতা তাঁহার সন্তাপিত সন্তানকে প্রেমমধুরস্বরে আহ্বান করিলেন, এবং যখন তাঁহার শান্তি-শীতল

ক্রোড়ে এনক্‌ স্থান পাইল, তখন স্বর্গের অনন্ত সুখজ্যোতিঃ তাহার নয়নাভ্যন্তরে প্রতিবিম্বিত।

ধন্য এনক! তুমি মহাবীর, তুমি যে উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান, আদর্শ পত্নীপ্রেম দেববাঞ্ছিত আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে, তাহা দুর্ব্বল মানবকে চিরদিন শিক্ষাদান করিবে।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

পরিচয়।

১

স্বদেশ হিতৈষী আমি এবার যে হয়েছি।
আমি বটে নব্য ভব্য,
তথাপি বিলাতীত্রব্য
ব্যবহার একেবারে পরিহার করেছি।

২

পরেছি ঢাকাইধুতি,
যদিও বিলাতী সুতি,
তথাপি বুনেছে ইহা দেশী কারিগর;
হলেই বা কুড়ি টাকা জোড়াটার দর।

৩

খাঁটি এ দেশীয়সিল্ক,
যেন কন্‌ডেন্স্‌ মিল্ক
কি মোলায়েম ঝক্‌ঝকে, সফেদ সুন্দর!
ব্যাঙ্কিন কোম্পানি বটে,
একোট দিয়েছে ছেঁটে
সে খানে যে খাটে দেশী বর্‌জী বিস্তর।

৪

হের এদেশের মুচি, করেছে কেমন শুচি,
আমার এ পশমের পাদুকা নির্ম্মাণ;
যদিও খ্রিষ্টদীনারী,
বিলাতি পশম ধরি,'
তুলেছে বিচিত্র ফুল, সঁপে মন প্রাণ।

৫

সাহেব বিবিরা যবে,
আসে কোন মহোৎসবে
নিমন্ত্রণ রক্ষাতরে আমার ভবন,
পরাই তাদের আমি,
দেশী পরিচ্ছদ আনি
আমার দেশানুরাগ প্রবল এমন।

৬

কালাপেড়ে শিমলার,
পাঞ্জাবী চুনটদার,
সাহেবেরা পরে হ্যাট, কোর্ট, প্যাণ্ট, ছেড়ে;
বিবিরা গাউন ছাড়ি,
সাজে যেন জুজুবুড়ী
বাঙ্গালিনী, পেয়ে দেশী সাড়ী হাতী পেড়ে।

৭

তোমরা দেশের লোক,
এসবে নাহিক ঝোঁক
পরিছ দু'টাকা জোড়া বিলাতি কাপড়,
ছিছি, ছিছি, কি যে লজ্জা,
ফেলিয়া দেশীয় সজ্জা
দেশীয় আচারে শুধু হ'তেচাও বড়?

৮

আমার ড্রয়িং রুমে,
(আচ্ছন্ন সিগার ধূমে)
প্রতিনিশা বাজে বটে হারমনিয়ম
রচেছি জাতীয় গীত,
হয় তায় সমীরিত
যদিও রয়েছে ভাঙ্গা সেতার, সারঙ।

৯

পারিস্‌কে দিয়ে ফাঁকি,
এদেশী এসেন্স মাখি
যদিও বিলাতি সুরা তার উপাদান
শিশিটাও—বটে, বটে,—নাহি পরিত্রাণ

১০

আমি আট্‌টায় উঠি,
পান করি দেশীয় 'টি'
মিশায়ে দুইস্‌মিল্ক্ হয়ে নিরুপায়;
(কোথায় পাবে খাঁটি দুধ দেশী গোয়লায়!)
দিই বটে ফর্সা চিনি,
জর্ম্মনীর আমদানী
যদিও বেড়েছে দর ডিউটিটা হয়ে।
কবে হবে দেশী চিনি শাদা হাড়েধুয়ে?

১১

কথা কই বাঙ্গালায়
যদিও মিশায়ে যায়
গোটাকত মাঝে মাঝে ইংরাজী বচন
সইটাও করি বটে
(পাছে সাহেবেরা চটে)
ইংরাজীতে হয়ে গেছে অভ্যাস কেমন।
তথাপি আমার মত হিতৈষী কজন?

১২

কত যে চাঁদায় খাতা,
সই করি পাতা পাতা
কত টাকা দিই এই দেশের কারণ,
(টাইটেল্ হলনা তবু মনের মতন।)

১৩

আমি দেশের তরে,
ব্যয় করি অকাতরে
মুখের কথায় নয় কাজে পরিচয়
তোমরা এমনি বোকা,
উপায় করিয়া টাকা
বিলাতি দ্রব্যের মোহে কর অপচয়।

১৪

চাও যদি দেশ হিত
কর কর্ম্ম সমুচিত
দিয়েছি যেমন আমি দেশ হিতে মন,
আমারে আদর্শভেবে
অতএব চল সবে,
স্বদেশ উদ্ধার তরে করি প্রাণ পণ।

শ্রীদেশহিতৈষী।

উপেক্ষিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা গেজেটে এম্ এ, পরীক্ষোত্তীর্ণর তালিকায় যেদিন প্রবোধচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হইল, সেইরাত্রেই ডিষ্ট্রিক্টজজ মিঃ—সেন, পরম লাবণ্যবতী কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহসম্বন্ধটা প্রবোধের সহিত পাকাপাকি করিবার জন্য প্রিয়বন্ধু জগদীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডেপুটীবাবু জগদীশচন্দ্রের বাঙ্‌লো জজ সাহেবের বাঙ্‌লোর কাছেই। বাল্যকাল হইতে উভয়ের সৌহৃদ্য।

যে সময়ে, যে অবস্থায় মানবের হৃদয়ে স্বার্থপরতার কৃষ্ণ ছায়া পতিত হয় না, যখন তাহার হৃদয় দেবতার মত সরল, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, যে সময়ে সীমাহীন ভালবাসা মানবশিশুর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি পূর্ণ করিয়া রাখে, সেই চির প্রফুল্ল শৈশব অবস্থা হইতে প্রবোধ ও লাবণ্য পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া আসিতেছে। লাবণ্য যখন মাতালের মত চপল চঞ্চল চরণে টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে, ঘর বাহির মাতাইয়া তুলিত, ধাত্রী, ভৃত্য প্রভৃতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন প্রবোধ ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক মাত্র। কিন্তু সেই বাল্য অবস্থা হইতেই প্রবোধ লাবণ্যকে অপার্থিব স্নেহ চক্ষে দেখিত, তাহাকে পাইলে সে অপর কার্য্য ভুলিয়া যাইত। তখন হইতেই উভয়ের মধ্যে কিসের একটা টান পড়িয়াছিল।

ছুটির সময় স্কুল কলেজবন্ধ হইলে, প্রবোধ অবসর মত বালিকা লাবণ্যের পাঠ বলিয়া দিত, তখন গৃহশিক্ষকের কাছে লাবণ্য পড়িতে যাইতে চাহিত না।

লাবণ্যের কয়েকটি মহৎ দোষ ছিল,—সে বড় চঞ্চল, বড় অভিমানিনী,

বড় গর্ব্বিতা তাহার বিশাল কৃষ্ণতারকোজ্জ্বল, নয়ন যুগলে চঞ্চলতার, স্বেচ্ছাচারিতার ছায়া সর্ব্বদাই দর্শকের মনে কেমন একটা ভীতির আভাস জাগাইয়া তুলিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, সে পিতা মাতার বড় আদরের কন্যা। তাই সে প্রায় সকল কার্য্যেই একটু স্বাধীন মত চালাইতে চাহিত। নিজ দাম্ভিকতার চরণতলে অপরকে দলিত করিতে পারিলে তাহার বড় আহ্লাদ, বড় আনন্দ বোধ হইত।

কিন্তু প্রবোধকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত। কেবল প্রবোধের কাছেই তাহার উদ্ধত প্রকৃতি, চঞ্চল স্বভাব, শান্ত শিষ্ট বালকের প্রতিভা-দীপ্ত প্রেম-পূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেই, সে আপনা হইতেই কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত।

উভয়ের পিতা শৈশব হইতেই এই বালক বালিকার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট একত্র করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। প্রবোধ ও লাবণ্য তাহা জানিত।

জগদীশ বাবুর সহিত বিবাহের পাকা পাকি বন্দোবস্তের প্রস্তাবের পর জজ বাহাদুর বলিলেন যে দুইবৎসরের জন্য প্রবোধের বিলাত যাওয়া আবশ্যক। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষাটা দেওয়া হউক। ব্যয়ভার তিনি নিজেই লইবেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া অসিবার পর শুভ বিবাহের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

সামাজিক প্রথামত বিবাহের চুক্তি কাগজ পত্রে বিধিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইল। বন্দোবস্ত সবই পাকাপাকি রকম হইয়া গেল; কেবল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সামাজিক ও লৌকিক আচার ব্যতীত বিবাহের আর আর সমুদয় ব্যাপারই সম্পন্ন হইল।

বিলাত যাত্রার দিন উভয়ের একবার দেখা হইল। কেহ কিছু

বলিতে পারিল না। প্রবোধের হৃদয় মধ্যে তখন এক অনন্ত, ভাষাহীন উদাস ভাব মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। দুইটী ভবিষ্য বৎসর যেন দুইটী দুরারোহ পর্ব্বতের মত তাহার ক্লিষ্ট কল্পনায় প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লাবণ্যের আর দিন কাটেনা। প্রবোধের বিলাত যাওয়ার পর হইতেই লাবণ্যের মনে কেমন একটা বিশাল, যুগব্যাপী শূন্যতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কেমন একটা আকুল আকাঙ্খা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার মত তীব্র জ্বালায় তাহার হৃদয়ের কোমল স্থলগুলি ব্যথিত করিত; মরুভূমির তৃষ্ণার মত সীমাহীন শুষ্কতৃষা তাহার প্রাণের মাঝে উষ্ণশ্বাস ফেলিত। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না কেন তাহার এ ক্ষুধিত জ্বালা, এ দুর্দ্দমনীয় উষ্ণ তৃষা! প্রবোধের জন্য কি?

প্রতি মেলে নিয়মিত সময়ে প্রবোধের সুদীর্ঘ, কবিত্বপূর্ণ পত্র আসিত। পত্রের প্রতিছত্রে, প্রতিশব্দে প্রতিঅক্ষরে কত আশা, কতভরসা, কতভবিষ্য সুখচিত্রের কল্পনা অঙ্কিত থাকিত; কিন্তু পত্রের সে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ত আর তেমন লাবণ্যের উপর আধিপত্য করিতে পারিত না। প্রথম প্রথম পত্র হাতে করিলেই লাবণ্যের হৃদ্‌পিণ্ড সশব্দে ছুটাছুটি করিত, চক্ষে মুখে তাড়িত প্রবাহ বহিয়া যাইত; কিন্তু সে গুলিত আর এখন তেমন করে না! লাবণ্য কি তাহাকে ভুলিতেছিল?

সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হউক বৎসরের মধ্যেই লাবণ্য প্রবোধের প্রতি কিছু উদাসীন হইয়া পড়িল। তাহার চঞ্চল প্রকৃতি ক্রমশঃ আরও

চঞ্চল হইয়া পড়িল। লাবণ্য তাহার এ ঔদাসিন্য আমোদে ডুবাইয়া রাখিত। যেখানে উৎসব, লাবণ্য সেখানে অবসর না থাকিলেও অবসর করিয়া লইত। প্রবোধের স্মৃতি—শুধু স্মৃতিতে আর তাহার তৃপ্তি হইত না।

থিয়েটারে যাওয়া বাড়ীতে নিষেধ ছিল। লাবণ্য জননীকে অনুনয় করিয়া সঙ্গে লইয়া রঙ্গালয়ে যাইত। সেখানকার উন্মাদকর নৃত্যগীত, ঝলসিত বিচিত্র দৃশ্যপট, উজ্জ্বল আলোকমালা তাহার উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম কল্পনা সমুদ্রে অতৃপ্ত আকাঙ্খার তরঙ্গ উথলিয়া দিত।

যৌবন জোয়ারে যখন তরঙ্গ উঠে তখন তাহার গতি, তাহার বেগ রোধ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা ভালমন্দ বিবেচনা, তখন মানুষের থাকেনা। এ সময় বড় ভয়ানক, চঞ্চল প্রকৃতির পক্ষে আরও ভয়ানক। লাবণ্যেরও তাহাই হইল। তাহার কল্পনা সমুদ্রে তুফানে উঠিয়াছিল—হৃদয় তরণী কর্ণধার বিহীন, তাহার মন তখন তরঙ্গের টানে ভাসিয়া যাইতেছিল। লাবণ্য শুধু স্মৃতির ক্ষীণ আশায় আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিল না।

লাবণ্য তাহার এক বাল্য সহচরীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইল। মাতার সহিত বিশেষ, বেশ ভূষার পারিপাট্য ও আড়ম্বরের সহিত সে নিমন্ত্রণ বাটীতে উপস্থিত হইল।

উজ্জ্বলালোকে হলরুম ঝলসিত হইতেছিল। অনেক বড় বড় ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। বিচিত্র বেশ ধারিণী মহিলা ও বালিকারা চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারি মধ্যে, সেই উৎসব তরঙ্গে পড়িয়া লাবণ্যও অনেকটা তৃপ্তি লাভ করিল। সখীর বিবাহ দৃশ্যে তাহারও হৃদয়ের মধ্যে কিসের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তাহার এমন সুখের দিন কবে আসিবে?

কোন ভবিষ্যের অন্ধগর্ভে, অদৃষ্ট যবনিকার পার্শ্বে সে শুভ দিন লুক্কায়িত।

লাবণ্য একটু বিষণ্ণ হইল। ছোট খাট দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার বক্ষ ঈষৎ কম্পিত হইল।

সহসা লাবণ্য মুখ তুলিয়া দেখিল কিছুদূরে একদল বয়স্থা স্ত্রীলোকের মাঝে একটী যুবক দাঁড়াইয়া, আর লাবণ্যের জননী নিতান্ত আত্মীয়ের মত তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন। তাহার সইয়ের মাতা ও ভগিনী কাছে দাঁড়াইয়া। লাবণ্য, এরূপ একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত মাতাকে কথা বলিতে দেখিয়া, একটু বিস্মিত হইল। মাতাকে ডাকিবার জন্য সে একটু অগ্রসর হইল। আর অমনি সেই অপূর্ব্বদর্শন যুবকের সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল। লজ্জায় লাবণ্যের আর পা উঠিল না।

পরে লাবণ্য মাতার নিকট শুনিল, যুবকটী তাহারই সই সুশীলার মাতুল, কোন বিখ্যাত বিলাত ফেরতের একমাত্র পুত্র মিঃ অবনীমোহন দত্ত, এখন পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর। উপযুক্তা পত্নী অভাবে এখনও অবিবাহিত।

লাবণ্য দেখিল মাতা অবনীমোহনের প্রশংসা শতমুখে করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জন কোলাহলময় বৈচিত্র্যপূর্ণ লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ বোর্ডিংহাউসের কোন অনতিবিস্তৃত সজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া প্রবোধ যখন অভিনিবিষ্ট চিত্তে পুস্তকের অধ্যায়গুলি আয়ত্ব করিতে যত্নবান হইত তখন অনেক সময় তাহার প্রবাসী কল্পনায়, একখানি বিদায়ের অশ্রুশিক্ত সুন্দর মুখের বিষাদছবি ভাসিয়া উঠিত। দুইটি অর্দ্ধস্ফুট

করুণ সম্ভাষণ প্রাণের মাঝে কি আশাময়, কি মোহময় সঙ্গীতের মত অতিলঘু, অতিক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিত! কাণের চারিপার্শ্বে সেই শব্দ তরঙ্গ, মধুর স্বর লহরী, সর্ব্বদা অতৃপ্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার বর্ত্তমানের এই কঠোরতার মধ্যে, অতীতের সেই স্নেহশালিতা কত মধুর, কত জীবন্ত, কত আশাময়! সে দৃশ্য, সে মুখ, সেই আঁখি, সেই হাসি মনে পড়িলে এখনও তাহার শিথিলপ্রায় শৃঙ্খলাহীন হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলি কেমন তালে তালে, কোমলে মধুরে বাজিয়া উঠে! সে রাগিণী কত সুখ স্বপ্নময়!

ছোট খাট "ইণ্ডিয়ান নবাব" বলিয়া ইংরাজ সহাধ্যায়ী মহলে প্রবোধের একটা প্রতিপত্তি ও পশার পড়িয়াছিল। পিতা যথেষ্ট অর্থ পাঠাইতেন। ভাবী শ্বশুরও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠাইতেন, প্রবোধ সুতরাং একটু উঁচু দরেই থাকিত। কিন্তু সে বড় একটা কাহারও সহিত মিশিত না। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ যুবক ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রবোধের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান হইতেন; কিন্তু নির্জ্জনতা প্রিয়, শান্তশিষ্ট যুবক নিজের পাঠ্য পুস্তক ও চির সঙ্গিনী কল্পনা ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত ঘনিষ্টতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিত না।

যখন মেঘময় আকাশের মধ্যদিয়া দিবার আলোক পতনশীল তুষার কণার উপর নৃত্য করিত, ঈষৎ প্রবাহিত শীতল পবন, রুদ্ধ কাঁচের বাতায়নে শিশির বিন্দু জমাইয়া দিয়া যাইত তখন যেন কোন মায়া মন্ত্রে প্রবোধের পড়শুনা থমকিয়া যাইত। সে একদৃষ্টে সেই নৃত্যপরায়ণ রবিরশ্মিতে নিজের ভবিষ্য সুখের ছায়া কল্পনা করিত।

আবার নিশীথ রাত্রে যে দিন দরিদ্রের কোহিনুর প্রাপ্তির মত

চন্দ্রের ম্লান আলোক, কুয়াশাসমাচ্ছন্ন রজনীর তিমির অবগুণ্ঠন সরাইয়া, জ্যোৎস্নার তরল উৎস প্রসারিত করিয়া দিত, সে রাত্রটা প্রবোধ কল্পনার মনোরম কুঞ্জেই অতিবাহিত করিয়া দিত, অধ্যয়নের পরিশ্রম খণ্ড কবিতার চরণে অবসর গ্রহণ করিত।

মেলের দিন সমস্ত সময়টা প্রবোধের নিকট অনন্ত যুগ বলিয়া বোধ হইত। সিঁড়িতে যখন ভৃত্যের সাবধানবিন্যস্ত পদশব্দ শুনিতে পাইত, তখন তাহার বুকের মধ্যে বিষম সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইত। উষ্ণশোণিত রাশি, যেন ক্রীড়াশীল শিশুর মত সশব্দে, শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিত। তারপর যখন লাবণ্যের পত্রখানি দেখিতে পাইত, তখন কেমন একটা কম্পন যে আরম্ভ হইত তাহা সহসা প্রবোধ কিছুতেই দমন করিতে পারিত না। তাহার অন্তরে বাহিরে বিষম বিপ্লব বাধিয়া যাইত।

এই রূপে প্রবোধের দিন গুলি মাসে ও ক্রমে বৎসরে পরিণত হইতেছিল।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, প্রবোধ একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইল, লাবণ্যের পত্র গুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিতেছে, আর সকল মেলে তাহার পত্রও যেন আসিত না। প্রবোধের পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছিল, সে মধ্যে মধ্যে ভাবিয়া লইত এই জন্যই লাবণ্য আর তাহাকে তেমন নিয়মিত ভাবে পত্র লিখে না। বক্তব্য বিষয় গুলি বোধ হয় সেই জন্যই তত সংক্ষিপ্ত ও কৃত্রিমতা পূর্ণ! ইহাব্যতীত সে অপর কিছু ধারণাই করিতে পারিত না।

মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণের অতি নিভৃত স্থলে কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার অন্ধকার জাগিয়া উঠিত। নিরাশার তিমির ছায়া

তাহার মনের উপর ঘুরিয়া বেড়াইত। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝ খানে সহসা এক সীমাহীন সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন সে লাবণ্যের পত্রগুলি লইয়া বার বার পড়িত।

জগতের কৃত্রিমতা প্রবোধ ভাল করিয়া পাঠ করে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জজবাহাদুর মিঃ—সেনের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বিবাহের উৎসবামোদ তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক প্রকাণ্ড সিংহদ্বারে নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছিল। নহবতের পরিবর্ত্তে দ্বিতলস্থ গ্যাসালোকিত প্রকোষ্ঠমধ্যে হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ফ্লুট ও বেহালার মধুর শব্দ বড় মিঠা বাজিতেছিল। সুদৃশ্য রেলিং, বারাণ্ডা, গৃহ প্রাচীর, জানালা, দরজা সর্ব্বত্রই বিচিত্র গন্ধমাল্য তরঙ্গাকারে দুলিতেছিল। চারিদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ আনন্দোৎসব।

লাবণ্যের মাতার আজ আর আহ্লাদ ধরে না। এতদিন একটী মাত্র মেয়ের বিবাহের ফুল ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাহাতে পাত্রটী মনোমত। শুধু বড় লোকের ছেলে নয়, বিষয় সম্পত্তি অগাধ, তাহাতে নিজের সংসারে নিজেই কর্ত্তা। অবনীমোহনের সহিত কি প্রবোধের তুলনা? রূপে গুণে ধন দৌলত সকল বিষয়েই অবনীমোহন শ্রেষ্ঠ! বরাবরই তিনি মনে মনে প্রবোধকে একটু অপছন্দ করিতেন। অত নিরীহ ভাল মানুষ হইলে কি আজকাল চলে? তবে তখন বেশী ভাল পাত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া, পাছে হাতছাড়া হইয়া যায় বলিয়া, তখন মত দিয়াছিলেন; কিন্তু এখন অবনীমোহনের মত, সুন্দর, সুপুরুষ, চালাক, চতুর সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্র পাইয়া তিনি কি আর প্রবোধের হস্তে

একটী মাত্র কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারেন? বিশেষতঃ লাবণ্যের এ বিবাহে অমত নাই। তাই তিনি জজ সাহেবের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ বিবাহ দিতে বসিয়াছেন। আজ কি আর তাঁহার আনন্দ লুকাইবার স্থান ছিল।

জজ বাহাদুরের মুখের ভাব একটু গম্ভীর। মেয়ের বিবাহে যতটা স্ফূর্ত্তি, যতটা আহ্লাদ হওয়া স্বাভাবিক ঠিক ততখানি প্রফুল্লতা তাঁহাতে তখন ছিল না। বিরক্তি লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার স্বভাবপ্রসন্ন মুখখানি ঈষৎ কালিমাময় হইয়া উঠিয়া ছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি হাসিয়া কথা কহিতে ছিলেন বটে, কিন্তু কোন সূক্ষ্মদর্শী, বিচক্ষণ দর্শক তাঁহার অবস্থা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারিতেন, সব হাসি, সব কথা ঠিক প্রাণের মধ্য হইতে বাহির হইতে ছিল না। অনেকটা কৃত্রিমতা তাহার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

যে সুযোগ্য পাত্র মনোনীত করিয়া তিনি বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থ পাঠাইলেন, সেই পুত্র সদৃশ প্রবোধের পরিবর্ত্তে অপর একব্যক্তি তাঁহার জামাতা হইতে চলিল! শুধু তাহা নহে ভগবানকে সাক্ষ্য রাখিয়া দশ জনের সাক্ষাতে তিনি যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আজ তিনি মিথ্যাবাদী! যদিও জগদীশবাবু সকল ব্যাপার শুনিয়া স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য গুণে কোন প্রকার বাহ্যিক অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করেন নাই, ও তাঁহাকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, তিনি ন্যায়ের চক্ষে, সত্যের চক্ষে দোষী।

তিনি পত্নীকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু সে স্বাধীনতাপ্রিয় গৃহিণী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইচ্ছা করিলে

তিনি নিজ ক্ষমতা চালাইতে পারেন সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা মনে উদিত হইলেও কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পত্নীকে তিনি একটু ভয় করিতেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন লাবণ্যের এ বিবাহে নিতান্ত ইচ্ছা। সুতরাং তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন।

আর লাবণ্য?—তাহার আনন্দ, মনোগত অভিলাষ, তাহার বিচিত্র বেশভূষা ও হাস্য, প্রফুল্ল সলজ্জ মুখেই প্রকাশ পাইতেছিল। চপলমতি বালক, পুরাতন ক্রীড়নকের স্মৃতি, নূতন সুদৃশ্য পুত্তলিকা পাইলে যেমন ভুলিয়া যায়, জলের প্রতিবিম্ব, প্রতিস্থিত পদার্থ সরাইয়া লইলে যেমন মিলাইয়া যায়, লাবণ্য তেমনি অবনীমোহনের স্পৃহনীয় সংসর্গ পাইয়া, তাহার অযাচিত মনোযোগ, বিচিত্র উপহার ও মিষ্ট, লোভনীয়, চিত্তাকর্ষক কথোপকথনে, প্রবাসী প্রবোধের স্মৃতিকে অবহেলে দূরে সরাইয়া দিল। এত দিনের ভালবাসা, এত দিনের পরিচয়, সামান্য কয়েক মাসের অদর্শনে নিতান্ত হেয় পদার্থের মত পরিত্যক্ত হইল। যৌবনতেজদীপ্ত চপলমতি, অস্থিরচিত্তকে বিশ্বাস করিও না, উন্মাদ আকাঙ্খার প্রবাহে পড়িয়া ভালমন্দ বিচারক্ষমতা থাকে না। নেশার ঘোরে, মত্ততার প্রভাবে, অনেক সময়ে হীরক ও কাচের পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি না।

লাবণ্যের যৌবন নদীতে যে প্রবল উচ্ছাস উঠিয়া ছিল, সে তাহার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। আত্ম, সংযম তাহার ছিল না। তাহার নবীনতেজস্বিনী হৃদয়লতা যে অবলম্বা বৃক্ষের অভিমুখে প্রসারিত হইতেছিল, পৌঁছিবার পূর্ব্বে, মিলনের অর্দ্ধপথে, সহসা এক বিস্তৃত ব্যবধান জাগিয়া উঠিল। সে অবলম্বন, সময়ের অন্তরালে, দৃষ্টিচক্ষুর বাহিরে চলিয়া গেল। লাবণ্য সহসা পার্শ্বে দেখিল আর

একটী স্পৃহনীয় অবলম্বন বৃক্ষ। বিবেচনা শক্তি, ধৈর্য্য তাহার সহিল না। প্রতিবন্ধকহীন মহীরুহে সে আপনার কোমল দেহলতা প্রসারিত করিয়া দিল।

চারিদিকে আনন্দোৎসব, উজ্জ্বল আলোক, সঙ্গীত তরঙ্গ। লাবণ্য এক সজীব উৎসের মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বিবাহ সজ্জায় লাবণ্য ভূষিতা হইতে ছিল, সুদূর জলধিপারে, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া প্রবোধ তখন কত ভবিষ্য সুখের কল্পনা করিতেছিল!

বিবাহের মুহূর্ত্তে, একবার মাত্র লাবণ্যের হৃদয় একটু কাঁপিয়া উঠিয়া ছিল। স্বপ্নবৎ বহুদিনের একটী শপথ, দুইটী বিদায় বাণী, সেই সঙ্গে একটী স্নেহপ্রফুল্ল মুখের ছবি মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা শুধু নিমেষের জন্য। মঙ্গল সঙ্গীতের মোহন তানে, ক্লারিও-নেট, হারমোনিয়মের সুরে তাহার ভবিষ্য সুখ চিত্র, অতীত স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিল।

• • • • • •

ঘটনাটি যখন সবিস্তারে প্রবোধের নিকট গিয়া পৌঁছিল, তখন পৃথিবীটা যেন দুম করিয়া তাহার কাছে ফাটিয়া গেল। আর যেন একটা তীব্র অন্ধকার তাহার চারি পার্শ্বে হা হা! করিয়া উঠিল। আশে পাশে কাহারা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। প্রবোধ দুই দিন সেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিল না। কাহারও সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিল না। অনেকে তাহার এরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইল। প্রবোধ একে একে ট্রঙ্ক খুলিয়া লাবণ্যের, পত্রগুলি, গান, কবিতা সকল বাহির করিল। গৃহের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সে গুলি ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

পরের মেলে প্রবোধ পিতাকে পত্র লিখিল "যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ভালই হউক আর মন্দই হউক; আমাদের পক্ষ হইতে যেন সেজন্য মিঃ সেনের প্রতি কোনরূপ কর্কশ ব্যবহার না হয়।"

প্রবোধ তার পর অধিক মনোযোগের সহিত পড়ায় মন দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যাহারা লোভের আশায় অধিক পাইতে চাহে প্রায়ই তাহারা অধিক ঠকে; আর সঙ্গে অনুতাপের অনলও বেশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বড় সাধ করিয়া অধিক ভাল পাত্র পাইলেন ভাবিয়া জজ গৃহিণী বড় আদরের কন্যাকে মস্ত ধনীর গৃহে দিয়াছিলেন। একের প্রাপ্য অপরাকে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মে সহিল না।

বাহিরের চাকচিক্য, সাজ সজ্জায়, আদব কায়দায় মানবের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কয়দিন লুকান থাকে? বিশেষতঃ যেখানে যত গোপন করিবার প্রয়াস, যাহা লুকাইবার জন্য বেশী আয়োজন, কেমনই বিধি লিপি, তাহা তত শীঘ্রই আবরণ মুক্ত হইয়া পড়ে। অবনীমোহনের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি গুলি, স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি তাহার গোপন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন করিয়া দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। গৃহিণী দেখিলেন যেমনটী ভাবিয়া ছিলেন, ঠিক্ তেমনটী হয় নাই। লাবণ্য অশ্রুনেত্রে দেখিল তাহার ভবিষ্যজীবন কি অন্ধকারময়, দুঃখপূর্ণ! কিন্তু অনেক বিলম্বে—এখন ত আর গায়ের ক্ষত ফেলিবার জিনিস নহে।

অবনীমোহন প্রথম প্রথম একটু ছাপাইয়া চলিত। কিন্তু যখন দেখিল গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর সঙ্কোচের মিথ্যা আবরণ কেন? বিলাতীবোতলবাসিনী, লীলারঙ্গিণী, ডিকাণ্টার শোভিনীর

সহিত যে তাহার বহুদিনের পরিচয়, আর উভয়ের মধ্যে যে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা কবুলতি স্বাক্ষরিত হইয়াগিয়াছিল, অবনীমোহন তাহা আর স্ত্রীর কাছে গোপন রাখিল না। বাগান বাটীতে যে বিড়ালাক্ষী, গাউন পরিহিতা সুন্দরী সসম্মানে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি যে মিঃ দত্তের পানসঙ্গিনী ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের অংশীদার, অবনীমোহন স্পষ্টতঃ তাহার ব্যবহারে লাবণ্যকে তাহা জানাইয়াদিল। লাবণ্য সকল দেখিত, দেখিয়া স্বামীকে বুঝাইত; শেষে তিরস্কৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিত। অনেক দীর্ঘ রজনী সে শুধু উপাধান সিক্ত করিয়া একাকিনী অতিবাহিত করিত। তাহার সে দাম্ভিকতা, সে চঞ্চলতা, সে গর্ব্বাভিমান অবনীমোহনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

লাবণ্য কুসুম আর তেমন হাসিত না, তাহার সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

অবনী প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত না। যে দিন গুরু নিশীথ রাত্রে অবনীমোহন অশ্লীল গান গায়িতে গায়িতে স্খলিত চরণে গৃহে প্রবেশ করিত, অনাদৃতা লাবণ্যের সে দিন এক উৎসব রজনী বলিয়া বোধ হইত।

এইরূপে দীর্ঘ ছয় বৎসর, তাহাদের জীবনরঙ্গভূমে, দৃশ্যপট অন্তরালে মিলাইয়া গেল। সেই দারুণ অশান্তির মধ্যে লাবণ্যের একটী পুত্র ও একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

লাবণ্যের পিতামাতা মনের দুঃখে ক্রমান্বয়ে সংসার হইতে দোকান পাট তুলিয়া লইয়াছিলেন। বিষয় সম্পত্তি লাবণ্যের হইয়াছিল। শ্বশুর শাশুড়ীর জন্য যে একটু চক্ষুলজ্জাছিল তাহাদের অবর্ত্তমানে তাহাও আর রহিলনা। নূতন প্রভূত অর্থ হাতে পাওয়ায় অবনীমোহন নিজের

শ্রাদ্ধের পিণ্ড ভালরূপেই করিতে আরম্ভ করিল।

লাবণ্য কেবল নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুপাত করিত। সময়ে সময়ে তাহার ক্ষত, অশ্রুপ্লাবিত হৃদয়প্রান্তে একখানি মূর্ত্তি উদিত হইত। কল্পনায় দেখিত, সেই স্নেহ করুণাময় নয়ন যুগল তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। অমনি শিহরিয়া মুদ্রিতচক্ষে সে নিদ্রিত শিশু-কন্যাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিত।

সে শুনিয়াছিল প্রবোধ সিভিল সার্ব্বিসে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তারপর আর কোন সঠিক্ সংবাদ সে পায়নাই। সংবাদ জানিতে ইচ্ছা হইত বটে; কিন্তু যাহার সহিত সে প্রবঞ্চনা করিয়াছে তাহার বিষয় আলোচনা করিবার তাহার অধিকার নাই ভাবিয়া, ইচ্ছাসত্ত্বেও জানিতে চেষ্টা করিত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে কি আর তাঁহার তেমন অনুগ্রহ থাকে! অবনীমোহনের অমিতব্যয়িতা ও অত্যাচার এত বাড়িয়া উঠিল যে শেষে লক্ষ্মী পলাইবার পথ পাইলেন না। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া মদের দাম, ও পঙ্কজমুখীর পাদপদ্মের ষোড়শোপচারের ব্যয় চলিতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা সুযোগ বুঝিয়া প্রভুর মস্তকে বিলক্ষণ হস্তাবমর্শনের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। প্রভুও সরিসার তৈল যোগে সুনিদ্রার ব্যবস্থায় ছিলেন। তাহাতে সুরাদেবীর অপার মহিমার ধ্যানে তাঁহাকে প্রায় চক্ষু উন্মীলিত করিতে হইত না। খাজনার টাকা যাহা আদায় হইত তাহাও বোতলবাহিনীর পূজায় নিঃশেষ হইত। প্রজারা ক্রমে খাজনা বন্দ করিয়া দিল। মাহিনার অভাবে অনেক কর্ম্মচারী কিছু কিছু গুছাইয়া সরিয়া পড়িল। জমিদারীর

কোন কোন বন্ধকী অংশ বিক্রয় করিয়া লাটের খাজনা দুই একবার চলিল; সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যের পিতৃদত্ত বাড়ীটাও বিক্রয় হইয়া গেল লাবণ্য সকলই বুঝিত, সকলই জানিত; কিন্তু তাহার কোনও হাত নাই। নিজের দুঃখে সে নিজেই বিভোর! তাহার কোন বাল্যসখী তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল তাহার নামে তাহার পিতৃ দত্ত যাহা কিছু আছে সে যেন অবনীমোহনকে না দেয়। কিন্তু সে কথা লাবণ্য কাণে তুলিত না। সে ভাবিত জীবনের সর্ব্বস্ব যে, সেই, যখন অধঃপতে চলিয়াছে তখন আর আশা ভরসা কি?

বহুদিনের বৃদ্ধ দেওয়ান মাঝে মাঝে আসিয়া লাবণ্যকে জানাইত, পাওনা দারের তাগাদায় আর টেঁকা দায়; তাহাতে লাটের কিস্তি না, দিলে বিষয় নিলামে উঠিবে। লাবণ্য লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিত, সে আর কি করিবে। তাহার বল বুদ্ধি যে সেই নাই। পুত্র কন্যাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে কখন কখন শিহরিয়া উঠিত। একদিন মনে মনে স্থির করিল একবার সে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে তার পর না হয় সে মরিবে।

সেই বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে লাবণ্য প্রায় একাকিনী বাস করিত কয়েকটী অতি বিশ্বস্ত পরিচারক ছাড়া আর আর সকলে চলিয়া গিয়াছিল। অবনীমোহন দুই মাস বাড়ী ছাড়া। টাকার দরকার হইলে দেওয়ানকে কড়া পত্র লিখিত যেমন করিয়া হউক্ টাকা লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তাহার অধঃপতন যে এতদূর গড়াইয়াছে তাহা সে জানিত না। জানিবার আবশ্যক এবং অবসর ও ছিল না।

কিন্তু এমন করিয়াও আর চলেনা। দেওয়ান একদিন সম্পত্তি বন্দক দিয়াও খামখেয়ালি অপরিণাম দর্শী প্রভুর শ্রাদ্ধের টাকা যোগাড় করিতে না পারিয়া অবনীমোহনকে সকল সংবাদ দিল। কি ভাবিয়া অবনী সেই রাত্রে বাড়ী ফিরিল।

অন্য দিন অপেক্ষা সুরাদেবীর অনুগ্রহ আজ কম ছিল। মস্তিষ্কও কথঞ্চিৎ শীতল ছিল, বাড়ীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, সে দর্শনে কিছু আশ্চর্য্য হইল। দেওয়ানের কাছে আনুপূর্ব্বিক সকল শুনিয়া তাহার শরীর মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিল। পরিণামের আকুল দৃশ্য কল্পনায় ভাবিতে ভাবিতে সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আজ তাহার মনের মধ্যে অনুতাপের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিনের পর সে পূর্ব্বের মত লাবণ্যকে আদর করিয়া কথা বলিল।

বিস্মিতা লাবণ্য ভাবিল এতদিনে আবার তাহার শুষ্কমালঞ্চে কি সত্য সত্যই বসন্তের সুরভি কুসুম ফুটিয়া উঠিল? সে সহসা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সেই রাত্রে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের যত অলঙ্কার ছিল সকল স্বামীর হাতে দিল। বিক্রয় করিয়া উপস্থিত দেনা ও লাটের কিস্তির দায় হইতে অব্যাহতি ত পাইবে? তারপর যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে।

কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হয় তখন কিছুতেই কিছু হয় না। মানসিক উত্তেজনা, ও শারীরিক অত্যাচারে অবনীর শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; নূতন মানসিক উদ্বেগও উৎকণ্ঠার আঘাত আর সহ্য করিতে পারিল না সেই রাত্রেই অবনীমোহন শয্যাশায়ী হইল।

* * * * *

প্রায় একটী বৎসর ভুগিয়া অবনীমোহন বাঁচিয়া উঠিল বটে; কিন্তু তাহাতে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। পীড়ার চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যে লাবণ্যের যাহা কিছু সম্বল ছিল সকলত গিয়াছিলই উপরন্তু বসতবাটীও বন্ধক পড়িয়াছিল। লাবণ্যের তখন কোনও দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে এক মনে কেবল ভাবিত কিসে স্বামী

আরোগ্য লাভ করিবেন। আহারের সময় ব্যতীত সে অতি অল্পকালই রোগ মুহ্যমান স্বামীর রোগশয্যা ত্যাগ করিত। স্বামীর সকল সুশ্রূষা সে নিজেই করিত।

আবার সেই লাটের কিস্তি আসিয়াছে; কিন্তু অর্থ মোটে নাই। প্রজারা একপয়সা দেয় নাই। দারুণ দুর্ভিক্ষে তাহারা নিজেই খাইতে পায় না, জমিদারের খাজনা দিবে কিরূপে? যাহা সামান্য আদায় হইয়াছিল উদরের পোষণেই গিয়াছে। পীড়িত অবনী মোহন হতাশার দারুণ যন্ত্রণায় শয্যার এ পাশ ও পাশ করিতেছিল।

আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে কিস্তির টাকা না দিতে পারিলে বিষয় লাটে উঠিবে। না দিতে পারিলে কাল পথে বসিতে হইবে। অবনী মোহন ও লাবণ্য দুজনে নীরবে মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল। প্রাণের মধ্যে কি ভীষণ অনুতাপের জ্বালা অবনীমোহনের হৃদ্‌পিণ্ড জর্জ্জরিত করিয়া দিতে ছিল। লাবণ্য মুখ লুকাইয়া প্রবাহিত অশ্রু মুছিতে ছিল।

এত ধন, এত দৌলৎ, এত সম্মান, সব বাজীকরের বাজীর মত সহসা কোথায় লুকাইয়া গেল! কেন গেল? অবনীমোহন ভাবিতে ছিল বুঝি তাহারই পাপে, তাহারই দোষে সকলই যাইতে বসিয়াছে। অশ্রুমুখী লাবণ্য ভাবিতেছিল বুঝি দেবতার শাপে সব গেল। নিরীহ, শান্ত শিষ্ট, বিশ্বাসীর সহিত প্রবঞ্চনায়, সেই দেব তুল্য হৃদয়ে অমানুষী বেদনা দেওয়ায় আজ এমন সর্ব্বনাশ হইল!

রাত্র প্রভাতে তাহাদের শুধু কপর্দ্দক বিহীন হইতে হইবে না, তাহাদের পথের কাঙাল হইতে হইবে। মাথা রাখিবার স্থান তাহাদের থাকিবে না। প্রভাতে বাড়ীক্রোক হইবে। বাড়ীবন্ধকওয়ালার ডিক্রীর টাকা দিবার দিন কল্য।

তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অবনীমোহন বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। তাহার মস্তকের মধ্যে অগ্নি জ্বলিতে ছিল।

ক্রমে রাত্রি আসিল। হত্যাপরাধীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার মত অসীম যন্ত্রণা পূর্ণ দীর্ঘ রজনী ক্রমে তাহাদের নিদ্রাহীন চক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

একটা গভীর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অবনীমোহন নিজের ঘরে গেল। তাহার মনে একটা ভীষণ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল।

পাওনাদার ও আদালতের পেয়াদা কখনও সময় ভুলে না। নয়টার সময় ডিক্রিদার পেয়াদা সমেত বাড়ী ক্রোক করিতে আসিল।

অবনীমোহন নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন। সহসা কক্ষের আর একটী দ্বার খুলিয়া গেল। পুরাতন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল একটী ভদ্রলোক কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

অবনী কি ভাবিয়া বাহিরে আসিল। লাবণ্য, স্বামীর গম্ভীর মূর্ত্তি ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। স্বামীর বিপদাশঙ্কা করিয়া সেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ওয়েটিংরুমে একটী ভদ্রবাঙ্গালী বসিয়াছিলেন; অবনীমোহন তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। তিনি অবনীমোহনকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দুইখানি রসিদ যুক্ত কাগজ দিলেন। অবনী থমকিয়া দাঁড়াইল।

মনের ভাব বুঝিয়া, ঈষৎহাস্যে আগন্তুক, বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ নাই, পড়িয়া দেখুন।"

অবনীমোহন পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে সহসা কাগজ দুইখানি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। বিস্ময় বিহ্বল মিঃ অবনীমোহন দত্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

স্বামীর অবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা লাবণ্য তাড়াতাড়ি স্বামীর সাহায্যার্থ আসিল। কাগজ দুইখানি তুলিয়া লইয়া সেও পড়িল। পড়িয়া স্বামীর মত বিস্ময়ে সে বলিয়া উঠিল—"একি ইন্দ্রজাল!"

আগন্তুক মধুর-স্বরে বলিলেন—"বিচলিত হইবেন না, এ সব প্রকৃত।"

এও কি সম্ভব? অবনীমোহনের সমুদয় সম্পত্তি যাহা এ যাবৎ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে তাহাদের কোন অজ্ঞাত নামা আত্মীয় সেই সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সকলই লাবণ্যের নামে লিখিয়া দিয়াছেন! বসত বাটীর বন্ধকী টাকা শোধ হইয়া গিয়াছে, তাহারও রসিদ তাহাদের হস্তে। এখন তাহারা পূর্ব্ববৎ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী! এও কি সম্ভব? এমন মহাত্মা বন্ধু এই স্বার্থ পূর্ণ, প্রতারণাময় সংসারে, কে আছেন যিনি এমন লোকাতীত আত্মত্যাগ করিতে পারেন? এমন স্বর্গের দেবতা কে তাহারা ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

অবনীমোহন অভ্যাগত ভদ্রলোকটীকে বলিল—"আপনিই কি—"

বাধা দিয়া তিনি নিতান্ত লজ্জিত স্বরে বলিলেন—"না, মহাশয়, তিনি আমারই পরম বন্ধু।" তারপর আরও মধুর স্বরে বলিলেন—"নাম বলিবার আমার অধিকার নাই; আর তাঁহার নাম জানিবার চেষ্টা কখনও করিবেন না।"

গাড়ী বারাণ্ডায় একখানি জুড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। লাবণ্যের বড় ছেলেটী সেখানে খেলা করিতেছিল। একটী সাহেব বেশী গাড়ীর মধ্য হইতে বসিয়া বালকটীকে অন্যের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে কি প্রশ্ন করিতেছিলেন। আর মধ্যে মধ্যে লাবণ্যকে দেখিতে ছিলেন। সে দৃষ্টিতে কেবল করুণা ও সমবেদনার স্রোত উছলিয়া উঠিতে ছিল। লাবণ্য সহসা সে দিকে চাহিল। মুখখানি যেন পরিচিত বোধ হইল।

সাহেব রুমালে মুখ ঢাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। আগন্তুক তখন বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিয়াছেন।

কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল সহসা লাবণ্যের মস্তকের মধ্যে তাড়িত বহিয়া গেল। অতীত স্মৃতি মথিত করিয়া একখানি উপেক্ষিত মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। বুক চাপিয়া লাবণ্য সেই খানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রেল পথ।

আমিত পড়িয়া আছি। অচল, অটল, নিথর জড়জগতের জড় পদার্থের ন্যায়, প্রাণীজগতের অজগর সর্পের ন্যায় একভাবেই পড়িয়া আছি। যেন সীমা নাই, অন্ত নাই, ঠিক সরলভাবেই পড়িয়া আছি। দুই পার্শ্বে কোথাও বা শাল, তাল তমাল, রসাল প্রভৃতি বনরাজি, আমার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; কোথাও বা বহুযোজনবিস্তৃত শ্যামল শস্যপূর্ণ প্রান্তর, আমারই ন্যায় দুইপার্শ্বে ধূ ধূ করিতেছে। আর আমার এই কঠিন প্রাণে বুকে করিয়া পৃথিবীর কোটী কোটী প্রাণীর ভার বহন করিতেছি। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। নীরবে সকলের মন যোগাইতেছি। শয্যাশায়ী পীড়িতের শুশ্রূষার লোক আনিয়া দিতেছি, প্রবাসীকে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত করিতেছি, প্রেমিকের প্রেম নিধি হাতে তুলিয়া দিতেছি, বিরহীর বিরহ বেদনা দূর করিতেছি, জীবজগতের আহারীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া আনিয়া দিতেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাহাদের বাস ভবনে লইয়া যাইতেছি আবার তাহাদের কর্ম্মস্থানে

লইয়া আসিতেছি। এত করিতেছি, কঠিন প্রাণে বুক পাতিয়া এত সহ্য করিতেছি, তবুত মানুষের মন উঠে না! স্বার্থপর জগতে নিঃস্বার্থ উপকার করিয়াও মানুষের সকল সময়ে মন পাই না। মানুষ একবার চাহিয়াও দেখে না এবং একবার ভাবেও না, যে আমি কিরূপে এত ভার বহন করি। আবার মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ সে যদি কখন যান-স্খলিত পদ হইয়া আমার হৃদয় হইতে বিচ্যুত হয়, অমনি আমার উপর তীব্রদৃষ্টি করিয়া থাকে। তখন আমার বক্ষের উপর চাপিয়া যাইতে প্রতিপদে—বিপদ আশঙ্কা করে, পলকে প্রলয় জ্ঞান করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ইহাতে আমার দোষ কি? ইহা তোমাদের হটকারিতা কিন্তু ভাই মানব! একবার স্থিরচিত্তে অবিমৃষ্যকারিতা ও অনভিজ্ঞতার দোষ দেখ। আমি যা তাই আছি। আমার যে পাষাণ হৃদয় তাই আছে। যে ভাবে যেমন রাখিয়াছ যে কার্য্যে যেখানে নিযুক্ত করিয়াছ নীরবে প্রভুভক্তের ন্যায় তাই করিতেছি, কিন্তু হায়! তবু তোমায় মন উঠিল না। আমি কি করিব আমি নাচার। তাই বলি এই স্বার্থপর জগতে তুমি ঘোর স্বার্থ পরিপূর্ণ। তোমার কৃতজ্ঞতা নাই, তোমার প্রত্যুপকার স্বীকার নাই; কারণ বুকপাতিয়া এত করিয়াও শুনিয়াছি যে রেলপথে যাওয়া বড় বিপদ জনক। সে বিপদের কারণ আমি না তুমি? যখন আমি স্বয়ং তোমার আয়ত্তাধীন তখন তুমিত আমাকে যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পার।

আবার তুমি এত গর্ব্বিত, যে বুকের উপর দিয়া সাহঙ্কারে দর্পভরে সমান চলিয়া যাও, ডাকিলেও উত্তর দাও না। কতবার বলি একবার দাঁড়াও, দাঁড়াও, দুইটা প্রাণের কথা কই কিন্তু তুমি এমনি দাম্ভিক যে সে কথায় ভ্রূক্ষেপও কর না। আপন মনে গৌভরে

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তুমি তবু আমার দুটো দুঃখের কথা শুনিতে চাও না। হায়! সাধ করিয়া বলি, মানব তুমি বড় দাম্ভিক, তুমি বড় গর্ব্বিত, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ। তোমার একদেশদর্শিতার পরিচয় কি দিব! তুমি তোমার বাষ্পীয় যন্ত্রকে (এঞ্জিন) কত যত্ন কর, কত আদর কর, তাহার গা মুছাইয়া দাও, তাহাকে তৈলাক্ত করিয়া মসৃণ কর। দুই বেলা বুকোদরের আহার যোগাইয়া তাহার জঠরানল পরিতৃপ্ত কর। কিন্তু আমায় যত্ন করা দূরে থাক্ নিদাঘের প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিত কর, বরষার বারিধারায় ডুবাইয়া রাখ, হেমন্তে হিমানীষিক্ত করিয়া কুজ্ঝটিকায় আবৃত রাখ, শীতের শৈত্যে সঙ্কুচিত কর এবং বসন্তের মাধুরী হইতে শ্রীহীন করিয়া দাও। বারমাস ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত আমারও বিপর্য্যয় ঘটাও। এইত তোমার, আমার প্রতি স্নেহ, এইত তোমার আমার প্রতি ভালবাসা। তাই বলি তোমার সহৃদয়তা ও তোমার সমপ্রাণতা কোন্ খানে?

তুমি তোমার বুকে হাত দিয়া বল দেখি তুমি কি পক্ষপাতী নও? তুমি বলিবে বাষ্পযন্ত্র আমার অপেক্ষা বেশী উপকারী, তাই তাহার এত আদর; কিন্তু আমি যদি আমার এই পিচ্ছিল ও মসৃণ বুক দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া না দিই তাহা হইলে তাহার সাধ্য কি যে, সে একপদ অগ্রসর হয়। তবে আমার এত হতাদর কর কেন? তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। তোমরা আপনাদের সমাজ গঠন, ধর্ম্ম সংস্থাপন, নৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি কতশত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। কতশত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে ও কতশত ধর্ম্মের লোপ করিয়া দিতেছ। অশেষ প্রতিভা ও ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া কতশত অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি সংস্থাপন করত, এই মহীমণ্ডলে যশস্বী ও মহামহিমান্বিত হইতেছ; কিন্তু তোমাদের হৃদয়রাজ্যের দয়া, দাক্ষিণ্য, সহৃদয়তা,

সমপ্রাণতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি স্বভাবজাত হৃদয়নিহিত সদ্বৃত্তি নিচয়ের সম্পূর্ণ স্ফুরিত না হইলে, পরিণামে তোমাদেরও কিছুই থাকিবে না; তোমরাও আবার এই জীবজগতে অতি ঘৃণিত কৃমি কীট অপেক্ষা অধম হইবে। তাই বলি সহৃদয়তা ও কৃতজ্ঞতা শিক্ষা কর।

আবার তুমি এমনি পরশ্রীকাতর ও অসূয়া পরবশ যে আমার ভাল দেখিতেও পার না। আমি কি তোমাদের এতই ঘৃণিত? ওই যে আমার দুই পার্শ্বে বহুযোজন ব্যাপি প্রান্তর শোভা পাইতেছে, উহাতে তোমরাই হল চালনা কর এবং কত যত্ন করিয়া শস্য উৎপাদন কর; শ্যামলক্ষেত্র মৃদুপবনের ঈষৎ দোলনে তরঙ্গমালা পরিপ্লুত সাগরাম্বুরাশির শোভা ধারণ করে। কিন্তু আমার উপর এম্‌নি তোমার কোপ যে একটী তৃণ জন্মাইলেও অমনি তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। আমার শোভা সম্পন্ন করা দূরে থাক্ আমাকে আরো শ্রীহীন করিয়া রাখ। তুমি নিজেত কখন নিকটে থাক না, দুই একটা অন্য জীবজন্তুও যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার প্রতি সহানুভূতি করিবে তাহাতেও তোমার বাধা। আমাকে তারের আবরণে বেষ্টিত করিয়াছ, এবং নিজেরাও প্রহরী হইয়া অন্যে যাহাতে না আসিতে পারে সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি কর না। আমি কি তোমাদের এতই চক্ষুশূল? তবে যখন দেখ আমার শরীরে আর শরীর নাই, তোমাদের প্রাণী জগতের প্রাণীর ন্যায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছি, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, তখন আবার আমার সংস্কারের জন্য প্রবৃত্ত হও। তাহাও স্বার্থজড়িত। ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাবে বলিয়া।

আমি তোমাদের কিনা উপকার করিতেছি? রজকপত্নীর কাপড়ের মোট বহিতেছি। ধীবর পত্নীর রোজের মৎস্যের যোগান

দিতেছি। গোপ গৃহিণীর ছানা, মাখন, ননী সর বহিতেছি। এততেও তোমরা সন্তুষ্ট নও। হা ভাগ্য! হা অদৃষ্ট!! হা ধর্ম্ম!!! তোমাদের ভিতর আবার কেহ কেহ বলেন যে রেলপথ বিস্তার হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, পল্লীগ্রাম বাসীদের আহারীয় সামগ্রী দুর্মূল্য হইতেছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি, আরো অনেক কথা। কিন্তু বিকৃতমস্তিষ্ক বুদ্ধিহীনেরা বুঝেনা যে যেখানে বহুলোক সমাকীর্ণ বড় বড় নগর, সেই খানেই আমি তাহাদের প্রাণ। মানব, ওই যে প্রশস্ত রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ সুধাধবলিত অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল শোভা পাইতেছে, উহাতে তুমি যখন সবান্ধবে ও সপরিবারে সুখ-শয়ানে টানাপাখার হাওয়ায় শ্রান্তি দূর কর, অথবা তরুস্বা ও হারমোনিয়মে সুর বাঁধিয়া সুললিত বেহাগে আলাপ কর, কিম্বা রমণীর কমনীয় কণ্ঠে প্রাণ ঢালিয়া দাও তখন তোমার প্রয়োজনোপযোগী আহারীয় সামগ্রী না আনিয়া দিলে ও তোমার ভোগবিলাসোপযোগী দ্রব্য সমূহের সংগ্রহ না করিয়া দিলে তোমার হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি কোথায় থাকে? বণিক্‌গণের পণ্যদ্রব্যের যাতায়াতের সুবিধা পাইয়া আমার প্রাসাদেই তাহারা আপনাপন বাণিজ্যোন্নতি করিতেছে। ধার্ম্মিক-চূড়ামণিগণ গৃহদ্বার ছাড়িয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে নিমেষের মধ্যে যাইয়া আপনাদের তীর্থমাহাত্ম্য লাভ করিতেছে, সেও আমার কৃপায়। নানা দেশের নানা ভাষায় ও বিভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নূতন প্রণালীতে কত জাতীয় জীবন সৃজন করিতেছ। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে, ধনীর সুখাভিলাষে, গৃহস্থের গৃহকার্য্যে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত সকল অবস্থায় সকলের সহায়তা করিতেছি। কিছুতেই আমার আলস্য বা ঔদাস্য নাই। কিন্তু তোমাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় আর কত দিব ইহাতেও তোমরা সন্তুষ্ট নও। হায়! ইহা অপেক্ষা

আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? তোমাদিগের অকৃতজ্ঞতা, অধার্ম্মিকতা, স্বার্থপরতা, অসূয়া ও পরস্ত্রীকাতরতা এত প্রবল যে অন্যের কথা দূরে থাক্ আপনারাও আপনাদিগের ভাল দেখিতে পার না। আপনারাও আপনাদের উচ্ছেদ সাধনে বিরত নও। ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি, পুত্র পিতার প্রতি, কন্যা মাতার প্রতি, ভগিনী ভগিনীর প্রতি, আত্মীয় স্বজন আত্মীয়স্বজনের প্রতি, প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর প্রতি ও সমাজ সমাজের প্রতি প্রতিদিন ও প্রতিনিয়ত হিংসা করিতেছে ও অধর্ম্মাচরণ করিতেছে। তোমাদের নিকট ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইতেছে। প্রয়োজনানুরোধে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইতেছে। স্বার্থান্বেষী হইয়া নীচকে উচ্চ করিতেছ, উচ্চকেও নীচ করিতেছ। তোমাদের গুণ গরিমার কথা কি বলিব। জ্ঞানী অজ্ঞানী হইতেছে অজ্ঞানী জ্ঞানী হইতেছে। পণ্ডিত মূর্খ হইতেছে মূর্খও পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হায়! তোমরা যে সোপানাবলী আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে উন্নীত করিতেছ, কার্য্যসিদ্ধি হইলেই আবার সেই সোপান শ্রেণীকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না। যে আশ্রিত বৎসল ও প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের আশ্রয়ে এবং যত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে, কালের কঠোর শাসন ও নিয়তির নিয়ত ঘূর্ণ্যমান চক্রের আবর্ত্তনে তাঁহাদের দুর্দ্দশা ঘটিলে, তাহাদিগকেই আবার অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ না। ইহা অপেক্ষা জগতে স্বার্থপরতা ও অধার্ম্মিকতা কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা নরকের ঘৃণিত কৃমি কীট কি হইতে পারে!

আর এককথা, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব। ইহাতেও আমার দোষ নাই। আমি জ্বর সঙ্গে লইয়া আসি না। তোমরা আপন ইচ্ছায় লইয়া আইস। আইন তোমাদের হাতে, স্বাস্থ্যও

তোমাদের হাতে। যাহারা আমায় দোষ দেয় তাহারা বড়ই পক্ষপাতী। আমি নির্দ্দোষ ও নিস্পৃহ। আমার নিজের গতি নাই, কিন্তু আমা হইতেই কোটী কোটী প্রাণীর গতি হইতেছে। আমি স্থির, নিশ্চল, অজাগর সর্পের ন্যায় পড়িয়া আছি; কিন্তু আমার হৃদয় নিহিত শক্তি হইতেই কোটী কোটী মানবের গতি শক্তি ও দর্শন শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। তাই বলি, মানব! আমায় হতাদর করিও না। আমাকে দেখিয়া শিক্ষা কর। প্রকৃতি দেখিয়া হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তির পরিচালনা কর। বিশ্বকে ভাল বাসিতে শিক্ষা কর। বিশ্ব-প্রেমের প্রেমিক হও এবং জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন কর।

ফুলের সাজি।

বিজনে।

যুবক।—আজি এ বিজনে, নিকুঞ্জ ভবনে
তোমায় আমায় সখি
যত মনোলোভা, স্বভাবের শোভা
এস প্রাণভোরে দেখি।
হোথা তরুশাখে কপোত কপোতী
মধুর প্রণয় সুখে,
হের পরস্পর মিলিয়া বিরলে
চুমিতেছে মুখে মুখে।
আমি যদি সখি তোমায় বয়ান
অমনি করিয়া চুমি,

তা'হ'লে সজনি কি করিবে তুমি?

যুবতী।— খুব চেঁচাইব আমি।

যুবক।—বিফল বিফল হ'বে সে সকল
ভেসে যাবে সে নিনাদ;
কে আছে এখানে তুমি আমি বিনে
কে শুনিবে?—কি প্রমাদ!
আমিত এখনি চুমিব সজনি
কি করিবে বল তুমি?
হবে সে কেবল অরণ্যে রোদন—

যুবতী।— তাইত চেঁচাব আমি।

বাসনা।

ধীরে ধীরে বহিছে পবন,
মলয়ার স্নিগ্ধতা লইয়া;
অবনীর শ্রান্ত জীবগণ,
শান্তি-রসে যেতেছে মাতিয়া।

কুসুমের আসব হরিয়া,
গুঞ্জরিছে মত্ত অলিগণ:
মরি মরি কি হর্ষ আসিয়া,
পুলকিত করে দেহ, মন।

কল্লোলিয়া স্বচ্ছ কল্লোলিনী,
ফেন-পুঞ্জ-শোভিত শরীরে:
চলিয়াছে করি' 'কল' ধ্বনি,
তীব্র স্রোতে ল'য়ে তরণীরে।

বিহঙ্গম সুমধুর তানে,
বিমোহিত ক'রেছে নিকুঞ্জ:
শুনি' হায়, মানবের প্রাণে,
উদিতেছে কত আশা-পুঞ্জ।

আশা,—শুধু এ সবার সনে,
এক দিন যাইব মিশিয়া:
কিন্তু হায়, এ পোড়া জীবনে,
মিশিবে কি সে দিন আসিয়া?

শ্রীঅটলবিহারী দাস,
বাকইপাড়া।

সপ্তমী।

আজি, প্রশান্ত শ্যামল প্রসন্ন বিমল
শরৎ সপ্তমী প্রভাতে;
প্রস্ফুটিত মম হৃদয় কোরক
স্বরগ জ্যোতিঃর আভাতে।
কাহার করের কোমল পরশে
নীরব জীবন-বীণা;
নাচিয়া উঠিছে প্রতি তালে তালে
গাহিতেছে স্বরে নানা।
কাহার কণ্ঠের সকরুণ গীত
(কোন্) সুদূর প্রদেশ হ'তে;
ডাকিতেছে মোরে আশামাখা স্বরে
(কোন্) স্বপনের দেশে যেতে।
(কাহার) প্রেমের নিবিড় তিমির অঞ্জনে
(আজি) রঞ্জিত মম নয়ান,
কার-কমনীয় অঙ্গুলি সঙ্কেতে
পুলকে পুরিত প্রাণ।
(আজি) তাহারি পানেতে অবাধে ছুটিছে
চঞ্চল চরণ দুটী,
সরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়েছে
জীবন যৌবন টুটি।

শ্রীমতী চঞ্চলাবালা দাসী,
বর্দ্ধমান।

যদি ভালবাস।

যদি ভালবাস,—
তবে, একবার শুধু দেখা দিও ;
দু'টো করুণার কথা,
মোর, কানে কানে শুধু কয়ে যেও।
যদি ভালবাস,—
ফেল', নীরবে দুফোঁটা আঁখিজল ;
অতৃপ্ত কামনা ভারে
যদি, উঠে কেঁপে তব হৃদিতল।
যদি ভালবাস,—
থেক, ছায়ার মতন নীরবেতে ;
যদি এসে পড়ি সেথা,
নিও, আমারে তোমার বুকপেতে।
যদি ভালবাস,—
তবে, মনে পড়ে যদি ফিরে এস' ;
এমনি চাঁদিনীরেতে,
মোর, মুখপানে চেয়ে মৃদুহেস'।
যদি ভালবাস,—
কভু, মনে কর' তবে মোর কথা ;
নিঝুম প্রকৃতি পরে
যবে, চারিদিকে শুধু নীরবতা।
যদি ভালবাস,—
কভু, একদিন চেও মুখতুলে ;
যদিগো ধরার কথা,
পারি, মুখপানে চেয়ে যেতে ভুলে।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

ভগ্নগৃহ।

বেঁধেছিনু আশাভরা হৃদয়ে আলয়,
হায় সেই দিন আজ গিয়াছে কোথায়।
অন্তরের স্তরে স্তরে গাঁথা যেন হায়
আজিও অতৃপ্ত আশা, নয় মিটিবার।
দু-দিন মনের সুখে না করিতে বাস,
ভেঙ্গে চুরমার হ'ল সুবর্ণ আবাস।
কত দেশ ঘুরে ঘুরে শত দ্রব্য আনি
সাজাইনু মন মত করে গৃহখানি।
কে জানিত এত শীঘ্র বহ্নিপ্রভঞ্জন
একেবারে বেবে ভেঙ্গে দরিদ্র ভবন।
জীবনের শেষ আশা ক্ষীণ দীপ সম
এখনো জ্বলিছে বুঝি ভাঙ্গা গৃহে মম।
জানিনা কিসের লাগি' এ অদৃষ্ট হায়,
এখন বিরত আছে নিবাতে তাহায়।

শ্রীহরিহর শেঠ।

চন্দননগর।

চাঁদের হাসি।

ছি, ছি, চাঁদ এত হাসি সাজে না তোমায়
সুদূর গগনে বসে প্রাণভরা হাসি হেসে,
কাতর করিছ কেন এই অভাগায়,
স্বর্গের দেবতা কিরে এতই নির্দ্দয়।
এতহাসি কেনচাঁদ পাতিয়া পিরীতিফাঁদ
কুমুদীর পানে কেন আছ হে চাহিয়া,
বিরহ অনলে মোর, দহিছে যে হিয়া ?
সহচরী তারা হাসে উঁকি' নীলাকাশে

ছড়াইছ কত সুধা ধরার উপর ;
তব ওই হাসি দেখে, হৃদয় বিদরে দুঃখে
তাই বলি হেসনারে ওহে শশধর
কেন বাড়াইছ দুঃখ এই অভাগার।

শ্রীচন্দ্রকুমার বসু।

চিত্রদর্শনে।

হৃদয়মোহন ওই হরিণ-নয়ন,
ওই বাহুবল্লী, পদ—সুষমার খনি,
ওইযে নিয়েছে হরি' মোর হৃদি খানি,—
এখনি, যে স্বপ্নদেশে করিবে প্রেরণ,—
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি—নিকষবরণ,—
মরতে মনোজ্ঞ স্বর্গশোভাবিকাশিনী
অপ্সরী-হাসির ওই মধুরা দামিনী,—
সব চিত্ররেখামাত্র, জড় বিচেতন।
কিন্তু, আমি ?—অবজ্ঞায়, বিষাদে ডুবিয়া—
প্রণয়-আলোকহীন—একাকী নিশায়,
ষটিকায়, তরি'পরে রয়েছি বাঁচিয়া ;
প্রণয়ের মূল গান অনন্ত নিদ্রায় ;
ক্লান্ত, ভগ্ন চিন্তাস্রোত গেছে শুকাইয়া,—
হৃদয় উচ্ছ্বাসি'অশ্রু মর্ম্মব্যথা গায়।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত।

মাল্যদান।

শুধু আশা ভালবাসা, শুধু প্রেম অশ্রুময়,
শুধুই নয়ন-জল বিরহের অভিনয়।
শুধু সে মরম-ব্যথা মরমের তলে গাঁথা,
শুধু বুকে জ্বালারাশি, শুধু প্রাণে শোক-গাথা।
শুধু হাসি-রেখা মুখে, হৃদয়ে ক্রন্দন ভরা,
নিরাশাপলকে গ্রাসে—মিছে পুনঃমালাপরা।
শুধু ক্ষোভ এ জীবনে, শুধুই যাতনা সহি,
শুধুই স্খলিতপদে গিরি-পথ বহি ;
তবে কেন মালাগরি এশোক-জীবনে ফের?
কেন প্রেম-উদ্বোধন ব্যথাময় জীবনের ?
বাসনা ত পুরিবেনা—আরনা বালিকা,ওরে।
শত আকর্ষণ দিয়ে বাঁধিওনা মায়া-ডোরে!
নিরাশার ব্যবধানে আশার সংযোগ ক্ষীণ ;
একটানা দিন যাবে—এনিয়ে কি চিরদিন ?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী,

কোন্নগর।

বর্ষশেষে।

আজি এই বরষের পূর্ণ অবসানে,
মনে পড়ে সেই দিন প্রথম তোমার ;
অপার করুণা-বলে, কমল-আসনে!
লভেছিনু সবে মোরা তব পূজা-ভার ;
মনে পড়ে সেই দিন সাহিত্য-কাননে,
মাতৃভাষা-মধু-পুষ্প করিতে চয়ন,
পূরি' বঙ্গভাষা-ক্ষেত্র-মহারথীগণে,
করেছিনু তব' পদে উৎসর্গ জীবন;

জানি মোরা কৃপাময়ি! তোমার সেবায়
হইয়াছে বহু ত্রুটি, হ'বে বহু আর;
তথাপি নির্ভর করি তব করুণায়,
যেতে হবে কর্ত্তব্যের পথে, পুনর্ব্বার:

তোমাতে থাকিলে ভক্তি,রাখিলে বিশ্বাস
অবশ্য ফলিবে কালে দীন এ প্রয়াস।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ছাত্র—পণ্ডিত মশায়! আজ্ আমাদের বাড়ীতে কায আছে যাব?

পণ্ডিত।—না না।

উত্তর পাইয়া ছাত্রবর হাসিতে হাসিতে পুস্তকাদি লইয়া গমনোদ্যত হইল।

পণ্ডিত।—কোথায় হে? তোমায় না আমি যেতে বারণ কল্লুম।

ছাত্র। কই মশায়? আপনি ত আমাকে যেতেই বল্লেন।

পণ্ডিত।—(রাগিয়া) কখন্ যেতে বল্লুম?

ছাত্র।—এই যে সেদিন আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন—দু'বার "না" বল্লে "হাঁ" বুঝায়, তা' এখন আপনি "না না" দুবার বল্লেন তাই আমি যাচ্ছি!

* * *

আগন্তুক।—রমেশ! তোমার ঠাকুরের নাম কি?

রমেশ।—সিংহবাহিনী!

* * *

জাপানে ছেলেদের দুই হাতে লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

* * *

পুরোহিত।—মন্ত্র পড়াইতেছেন—"আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীম্যাং তিথৌ—"

যজমান।—গুরুদেব! ওটা "ষষ্ঠ্যাং তিথৌ—" হবে না?

পুরোহিত।—কেন হে বাপু? তুমি যে নতুন কথার ছিষ্টি কত্তে চল্লে।

"পঞ্চমী"র বেলা "পঞ্চম্যাং" হবে, আর "ষষ্ঠী"র বেলা "ম" কারটা বুঝি মামার বাড়ী বেড়াতে যাবে?

* * *

কৃতকার্য্য চিকিৎসক।—বন্ধু।—আচ্ছা ডাক্তার, তুমি প্রথম যে কেস্ (case) পাও তাতে কৃতকার্য্য হয়ে ছিলে কি?

ডাক্তার। হাঁ—এঁ্যা—এঁ্যা, রোগীর বিধবা আমায় ফি চুকাইয়া দিয়েছিল।

* * *

কেরাণীর সার্টিফিকেট। কোনও আফিসের কেরাণী সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট চাহিলে যে সার্টিফিকেট পায় নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। "এই পত্রবাহক তিন মাস আমার আফিসে চাকরী করিয়াছিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাকে যত বিপদ আপদ সহ্য করিতে হয় এমন আর কাহাকেও হয় নাই। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তার ঠাকুরমা, দিদিমা, ও একজন মাসী কএকবার মারা যায়, কোনও সংক্রামক পীড়া পাড়ায় আরম্ভ হইলে, পত্রবাহকের সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়া হয়, একবার বসন্ত ও একবার ওলাউঠার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই, তাহার ঘড়ি ও আমাদের আফিসের ঘড়ির সহিত কিছুতেই বনিবনাও হইত না, আমাদের ঘড়িতে যখন ১০টা তার ঘড়িতে প্রায়ই ১০টা বাজিতে ১০মিনিট বাকি দেখা যাইত। সোমবার হইলেই প্রায় তার পেটের অসুখ হইত, (বোধ হয় রবিবারে

আহারটা কিছু অতিরিক্ত হইত) সেই জন্য সোমবারে প্রায়ই আফিস্ কামাই হইত; এক সোমবারে তাকে ডাকিবার জন্য আমাদের আফিসের পিয়ন পাঠাই, কিন্তু সে এত অসুস্থ ছিল যে পিয়নকে দেখিয়া নিজেকেই দৌড়িয়া ডাক্তারের বাড়ি যাইতে হইল, সুতরাং আমাদের পিয়ন তাহার দেখা পাইল না। মাহিনা দিবার দিন সে কখনই অনুপস্থিত থাকিত না"।

• • •

সুসভ্য ইতালী দেশে রাস্তার আবর্জ্জনা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হয়।

• • •

চোরের ভ্রম। হাকিম—কেমন, তুমি স্বীকার করছ, যে ফরিয়াদীর বাড়ি রাত দুটোর সময় ঢুকে ছিলে?

আসামী। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর, মিথ্যে বল্‌বো না, ঢুকে ছিলেম।

হাকিম। এতরাত্রে ফরিয়াদির বাড়ি তোমার কি দরকার ছিল?

আসামী। আজ্ঞে, হুজুর, আমি মনে করে ছিলাম সেটা আমারই বাড়ি।

হাকিম। বটে, তবে ফরিয়াদির স্ত্রী যখন তোমায় দেখ্‌তে পেলে, তুমি জান্‌লা দিয়ে লাফিয়ে পড়্‌লে কেন?

আসামী। আজ্ঞে, হুজুর আমি মনে করে ছিলুম সে আমারই স্ত্রী, আমার স্ত্রীকে ত জানেন না, সাক্ষাৎ উগ্রচণ্ডী।

• • •

নামে গোলযোগ। লর্ড র‍্যান্‌ডল্‌ফ্ চার্চ্চিল এমেরিকায় অবস্থিতি কালে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়াতে কতগুলি রাজকীয় কারাগার (State prison) আছে তাহার তালিকা জানিতে চাহিলে, তাঁহাকে রাজকীয় কারাগারের অধ্যক্ষ Mr. Cadwallader Biddle